CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-276 ■ 6 July, 2026 ■ আগরতলা ৬ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তিতে

আমেরিকা কখনও কমিউনিস্ট দেশ হবে না ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই(আইএএনএস)।। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে বলেন, আমেরিকা 'কখনও' কমিউনিস্ট দেশ হবে না। তিনি কমিউনিজমকে এমন একটি মতাদর্শ হিসেবে বর্ণনা করেন, যার বিরুদ্ধে আগের প্রজন্ম লড়াই করেছে এবং যা আর কখনও ফিরে আসতে দেওয়া হবে না।

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, আমেরিকার ইতিহাস স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ইতিহাস, যা কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেন, 'কমিউনিস্টদের কোনও সুযোগ নেই, একেবারেই নেই। আমরা আমাদের দেশে কমিউনিস্ট চাই না, কখনও না। এই মতাদর্শ কখনও সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।'

পরে স্নায়ুযুদ্ধ ও কোরিয়ার যুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রাক্তন সেনাদের সম্মান জানাতে গিয়েও একই বার্তা পুনরাবৃত্তি করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমেরিকা কখনও কমিউনিস্ট দেশ হবে না। কমিউনিজম একটি পরাজিত মতাদর্শ এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।'

ট্রাম্পের দাবি, মার্কিন সেনারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাই সেই মতাদর্শকে দেশের ভিতরে আবার মাথাচাড়া দিতে দেওয়া হবে না।

তিনি বলেন, 'আমাদের যোদ্ধারা সারা বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, শুধু এই জন্য নয় যে সেই বিপদ আবার আমেরিকার মাটিতে ফিরে আসবে। আমরা তা হতে দেব না। এমন হুমকিকে শুরু হওয়ার আগেই থামিয়ে দিতে হবে। এটা ক্যানসারের মতো, যত দ্রুত সম্ভব কেটে ফেলতে হয়।'

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অস্ত্র রাখার অধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন, যা কমিউনিস্ট শাসনের সঙ্গে কখনও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না।

মার্কিন সংবিধানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠাতারা শুধু স্বাধীনতা অর্জন করেননি, বিশ্বের সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক দলিলের মাধ্যমে সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবশক্তিকে নিয়ে গর্বিত ঃ প্রধানমন্ত্রী

সানন্দ/নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (আইএএনএস)।। গুজরাটের সানন্দে সিজি সেমির আউটসোর্সড সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্ট (ওস্যাট) কেন্দ্র উদ্বোধনের একদিন পর রবিবার দেশের ক্রমবর্ধমান সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে তরুণ কর্মী, বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও আদিবাসী এলাকার মহিলাদের অবদানের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী জানান, নতুন কারখানার কর্মীদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতা ছিল সফরের 'সবচেয়ে বিশেষ মুহূর্তগুলির একটি'।

তিনি লেখেন, এই কারখানার কর্মীদের বড় একটি অংশ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে আসা মহিলা। বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁরা এখন সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন শিল্পে কাজ করছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওঁরা ভারতের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসেছেন। অনেকেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। কিন্তু তাঁদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির

জোরে তাঁরা সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি শিখেছেন। প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং আজ ভারতের সেমিকন্ডাক্টর যাত্রাকে আরও শক্তিশালী করছেন। আমাদের যুবশক্তিকে নিয়ে আমি গর্বিত।'

শনিবার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী এক তরুণীকে জিজ্ঞাসা করেন, গত এক বছরে ওই কারখানায় কাজ করার মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি কী।

জবাবে ওই কর্মী জানান, তাঁদের গ্রামে সাধারণত পরিবারের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে পাঠানো হয় না। কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর কারখানায় চাকরি পাওয়ার পর সেই মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি বলেন, 'এখন যখন আমি বাড়ি ফিরি, সবাই অবাক হয়ে জানতে চান আমি কোথায় থাকি, কী করি। আমি বলি, আমি সিজি সেমিতে কাজ করি। সবাই খুব খুশি যে আমি স্বনির্ভর হয়েছি। আমার বন্ধুরাও জানতে চায়, তারাও এখানে কাজের সুযোগ পেতে পারে কি না। আমি তাদের বলি, অবশ্যই আসতে পারো।'

প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার বাসিন্দা কৌশল কুমারের সঙ্গেও কথা বলেন। তিনি জানতে চান, এটি তাঁর প্রথম গুজরাট সফর কি না এবং গুজরাটের গরম আবহাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন। কৌশল জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পে রাজ্যগুলিকে ২৫,৮৬৩ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (আইএএনএস)।। কেন্দ্র সরকার রবিবার "বিকশিত ভারত—গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)" (ভিবি-জি-র্যাম-জি) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্যগুলিকে ২৫,৮৬৩ কোটি টাকার প্রথম কিস্তি ছাড় করেছে। কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে এই অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করেন।

বৈঠকে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, প্রকল্পের এই প্রথম কিস্তির উদ্দেশ্য হল রাজ্যগুলির কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নিশ্চিত করা, যাতে শ্রমিকদের মজুরি ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা যায়। তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের নিজস্ব অংশের অর্থও সময়মতো ছাড় করার আহ্বান জানান, যাতে মজুরি প্রদানে কোনও বিলম্ব না হয়।

মন্ত্রী জানান, ১ জুলাই থেকে সারা দেশে কোনও বিঘ্ন ছাড়াই ভিবি-জি-র্যাম-জি প্রকল্প চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দেশজুড়ে সফলভাবে প্রকল্পটি চালু হয়েছে এবং মনরেগা থেকে নতুন প্রকল্পে রূপান্তর প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও প্রযুক্তিগত বা পরিচালনাগত সমস্যার খবর মেলেনি।

তিনি জানান, প্রথম সপ্তাহেই বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ শুরু হয়েছে এবং লক্ষাধিক গ্রামীণ শ্রমিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রথম দিনেই বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরির জন্য তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল এবং রাজস্থানের প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গকে বাকি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে দ্রুত কাজ শুরু করার আহ্বান জানান এবং ঝাড়খণ্ডকে দ্রুত প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অনুরোধ করেন। যেসব রাজ্যে এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়েছে, সেগুলিও দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন তিনি।

চৌহান বলেন, কেন্দ্রের লক্ষ্য হল গ্রামীণ শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান, সময়মতো মজুরি প্রদান এবং দীর্ঘস্থায়ী গ্রামীণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা। তিনি আরও বলেন, মনরেগা সারা দেশে কার্যকর হতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল, কিন্তু ভিবি-জি-র্যাম-জি মাত্র একদিনেই দেশব্যাপী চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব, রাজ্যগুলির সহযোগিতা এবং দেশের প্রশাসনিক সক্ষমতার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী জানান, ভিবি-জি-র্যাম-জি প্রকল্পে দৈনিক মজুরি গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে এবং এখন দেশের কোনও রাজ্যেই দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকার নিচে থাকবে না। এর মাধ্যমে গ্রামীণ শ্রমিকদের আয় ও সামাজিক সুরক্ষা আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের কোনও অভাব হবে না। রাজ্যগুলির চাহিদার ভিত্তিতেই প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। গ্রামসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি, যাতে অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ওপর জোর দিয়ে চৌহান বলেন, ফেস অথেনটিকেশন, জিও-ট্যাগিং-সহ সমস্ত প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর করতে হবে। প্রকল্পে কোনও ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির স্থান নেই বলেও তিনি স্পষ্ট করেন।

এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যগুলিকে সহায়তা করতে যুগ্মসচিব পর্যায়ের আধিকারিকদের নেতৃত্বে এরিয়া অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। এই আধিকারিকরা রাজ্যগুলির সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানে কাজ করবেন।

জিবি'র চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের

সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে গণধর্নায় বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। জিবি হাসপাতাল এবং আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে কর্মরত চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রবিবার রাজধানীর সার্কিট হাউস এলাকায় গণধর্না কর্মসূচি পালন করা হয়। সর্বভারতীয় পঞ্চায়েত পরিষদ, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা তথা বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা এবং দলের কর্মী-সমর্থকরা।

গণধর্না মঞ্চ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রীজের দাবিতে তেলিয়ামুড়ায় রেল অবরোধ, যাত্রী দুর্ভোগ চরমে স্টেশনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার ওয়াকশিমলম এলাকায় ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের রেলপথ অবরোধের জেরে রবিবার দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। এর ফলে একাধিক ট্রেন মাঝপথে আটকে পড়ে এবং শত শত যাত্রী চরম ভোগান্তির শিকার হন।

অবরোধের কারণে পাহাড়ি এলাকায় আটকে পড়ে দুরপাল্লার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। অন্যদিকে, শিলচর থেকে আগরতলাগামী যাত্রীবাহী ট্রেন তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে যায়। আকস্মিকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলা থেকে আগত কংগ্রেস নেতা-কর্মীরাও ছিলেন। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, সর্বভারতীয় পঞ্চায়েত পরিষদ, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় অনুষ্ঠিত গণধর্নায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা রওনা হয়েছিলেন। ওই কর্মসূচিতে জিবি হাসপাতাল ও এজিএমসি-র চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনের আয়োজন করা হয়েছিল।

তবে রেল অবরোধের কারণে নির্ধারিত সময়ে আগরতলায় পৌঁছাতে না পারায় তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনেই বিক্ষোভে সামিল হন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। তারা অভিযোগ করেন, রেল চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, অবরোধের জেরে সাধারণ মানুষের চরম দুর্ভোগ হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে স্বাভাবিক রেল পরিষেবা চালু রাখার পাশাপাশি যাত্রীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তারা। এদিকে, রেল অবরোধ ঘিরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০ ফুট খাদে গাড়ি !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। নন্দননগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাতের কোনো এক সময়ে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকা গাড়ি রাস্তার পাশের প্রায় ২০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে উদ্ধারকাজে অংশ নেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা নিখোঁজ

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়া থানাধীন স্বদেশনগর এলাকায় এক নাবালিকা নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন নাবালিকার পরিবার।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২৩ জুন প্রাইভেট টিউশনে যাওয়ার পথে নাবালিকাটি নিখোঁজ হয়ে যায়। একই দিন নাবালিকার বাবা প্রদীপ বণিক বাইখোড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত মেয়ের কোনও সন্ধান মেলেনি বলে দাবি পরিবারের।

নাবালিকার বাবা প্রদীপ বণিকের অভিযোগ, তাঁর মেয়েকে বাইখোড়া এসএসবি ক্যাম্প সংলগ্ন মরনসুরপাড়া এলাকার বাসিন্দা তপন ভদ্রের ছেলে সম্রাট ভদ্র অপহরণ করেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাঁর।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বাইখোড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) বিষ্ণুচন্দ্র দাস এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিচ্ছেন না। ফলে নাবালিকাকে উদ্ধারের কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে না বলে পরিবারের অভিযোগ।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে বাইখোড়া থানার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে গভীর রাতে রাস্তায় পরিবারের উপর হামলা, ছিনতাই, নিখোঁজ চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জুলাই ।। বিশালগড়ে ফের দুঃসাহসিক অপরাধের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গভীর রাতে একটি পরিবারের ওপর হামলা, ছিনতাই এবং গাড়ি চালককে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

অভিযোগ, বক্সনগরের আশাবাড়ি এলাকার একটি পরিবার শনিবার গভীর রাতে আগরতলায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিল। রাত প্রায় দু'টো নাগাদ বিশালগড়ের মুড়াবাড়ি এলাকায় পৌঁছাতেই কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের গাড়ির গতিরোধ করে। গাড়িতে তখন তিনজন মহিলা, দুই শিশু এবং চালক ছিলেন।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রথমে দুষ্কৃতীরা গাড়ি থামাতে বাধ্য করে। এরপর গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে অস্ত্রের মুখে সকলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, মহিলা ও শিশুদের রাস্তার পাশের একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের কাছে থাকা নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন এবং শরীরে থাকা স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

ঘটনার পর থেকে গাড়িচালক দুলাল মিয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেছেন পরিবারের সদস্যরা। ভয়ে সারারাত জঙ্গলের মধ্যেই আশ্রয় নেন মহিলা ও শিশুরা। রবিবার ভোরে স্থানীয় মানুষের নজরে বিষয়টি আসার পর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরল রোগে আক্রান্ত মনশ্রীর পাশে সরকার, সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। দুরারোগ্য ও প্রাণঘাতী এক বিরল রোগে আক্রান্ত রাজ্যের কন্যা মানশ্রী দেবনাথের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থ। পরিবারের পক্ষে সেই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব না হওয়ায় সাহায্যের আবেদন জানানো হয় রাজ্য সরকার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে মনশ্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভার সাংসদ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও বেসরকারি সংস্থা।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা জানান, গত ২৪ জুন "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু" কর্মসূচির মাধ্যমে মানশ্রী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানশ্রীর চিকিৎসার জন্য কীভাবে সর্বোচ্চ সহায়তা করা যায় এবং কীভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, তা সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এদিকে রবিবার বাধারঘাটস্থিত মনশ্রীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি মনশ্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

এই সময় সাংসদ মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আবেদনপত্র পরিবারের হাতে তুলে দেন এবং দ্রুত আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। ভবিষ্যতেও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ৬ জুলাই, ২০২৬ ইং
২১ আষাঢ়, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে গণঅভ্যুত্থান

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে তীব্র গণঅভ্যুত্থান এবং মৌলিক অধিকারের দাবিতে রাজপথে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ। ''জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি'' -এর নেতৃত্বে এই গণআন্দোলন দিন আরও তীব্র রূপ ধারণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করিয়া স্কুলপড়ুয়া এবং হাজার হাজার নারীও পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছেন। আকাশছোঁয়া কর বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংকট, বেকারত্ব এবং আটা-ময়দার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর তীব্র ঘাটতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হইয়াছেন।৪৫ সদস্যের স্থানীয় আইনসভায় পাকিস্তানের অন্য প্রান্তে থাকা শরণার্থীদের জন্য ১২টি আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁহাদের অভিযোগ, এর ফলে স্থানীয় মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সংকুচিত করা হইতেছে। পাকিস্তান সরকার আন্দোলন দমন করিতে জেএএসিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং শওকত মীরসহ বহু শীর্ষ নেতা ও প্রায় ৬০০ জন সমাজকর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আন্দোলনকারী নেতারা জনসমক্ষে অভিযোগ করিয়াছেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্থানীয় কাশ্মীরিদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিয়া অঞ্চলটিকে জঙ্গি কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, যাহা সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।আন্দোলন দমন করিতে পাকিস্তানি রেঞ্জার্স ও পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে ইতিমধ্যে বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হইয়াছেন। রাওয়ালকোট এবং মুজাফফরাবাদের মতো প্রধান শহরগুলোতে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করিয়া এবং সেনা মোতায়েন করিয়াও বিক্ষোভ থামানো যাইতেছে না।পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনেক বিদ্রোহী গোষ্ঠী ও স্থানীয় বাসিন্দা এখন নিয়ন্ত্রণরেখা ভাঙিয়া ভারতের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে এই দমনপীড়নের তীব্র নিন্দা জানানো হইয়াছে এবং জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ দাবি করা হইয়াছে।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে শনিবার এক নজিরবিহীন গণবিক্ষোভ ও ধর্মঘট পালিত হইয়াছে। জম্মু-কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটির আহ্বানে অঞ্চলজুড়ে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামিয়া আসিয়াছেন। সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, নেতাদের গ্রেপ্তার এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি রূপ নিয়াছে এক বিশাল গণআন্দোলনে।অঞ্চলটির বিভিন্ন স্থানে বড় আকারের অবস্থান কর্মসূচি ও চাকা-জ্যাম ধর্মঘট পালন করা হইতেছে। রালাকোট সহ বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ 'ইয়ে ওয়াতান হামারা হ্যায়' স্লোগান তুলিয়া তাহাদের প্রতিবাদের ভাষা সোচ্চার করিয়াছেন।এই বিক্ষোভের ডাক দেওয়ার পর থেকেই রাজধানী মুজাফরাবাদ সহ পুরো অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। পুলিশ ও রেঞ্জার্স বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ এবং স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে মোতায়েন করা হইয়াছে। অনেক জায়গায় ইন্টারনেট সেবা এখনো বন্ধ রহিয়াছে, যাহা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।অঞ্চলটির বিভিন্ন স্থানে বড় আকারের অবস্থান কর্মসূচি ও চাকা-জ্যাম ধর্মঘট পালন করা হইতেছে। রালাকোট সহ বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ 'ইয়ে ওয়াতান হামারা হ্যায়' স্লোগান তুলিয়া তাহাদের প্রতিবাদের ভাষা সোচ্চার করিয়াছেন। তাহাদের দাবি গুলি হইল রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের ওপর থেকে দমন-পীড়ন বন্ধ করা।

সামরিক বাহিনীর প্রত্যাহার: সাধারণ জনগণের ওপর সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরুদ্ধার: যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার অবসান।

অর্থনৈতিক অবরোধ ও নির্যাতন বন্ধ: খাদ্য ও ওষুধের সরবরাহ সচল রাখা। এই বিক্ষোভের ডাক দেওয়ার পর থেকেই রাজধানী মুজাফরাবাদ সহ পুরো অঞ্চলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হইয়াছে। পুলিশ ও রেঞ্জার্স বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ এবং স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে মোতায়েন করা হইয়াছে। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, অনেক জায়গায় ইন্টারনেট সেবা এখনো বন্ধ রহিয়াছে, যাহা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাইয়ছেন বিভিন্ন নাগরিক সমাজ ও অধিকার কর্মীরা। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করিয়াছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী বলপ্রয়োগ করিয়াছে এবং বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোও এই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে।পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে রবিবার পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। দীর্ঘদিন ধরে চলা সাধারণ মানুষের নাগরিক আন্দোলনের ওপর পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক দমন-পীড়ন ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় এলাকাটি এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মুহাম্মদ ইয়াকুব নামে এক বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হইয়াছেন। মুজাফফরাবাদ, রালাকোট, মিরপুর, দাদিয়াল সহ বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নামিয়া আসিয়াছেন। 'জম্মু-কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি'এর ডাকে এই গণ-অভ্যুত্থান চলিতেছে। বিক্ষোভের তীব্রতায় দাদিয়াল এলাকায় পুলিশ ও রেঞ্জার্স বাহিনী পিছু হটগতে বাধ্য হইয়াছে। উত্তেজিত জনতা এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সরকারি বিবৃতি বা হতাহতের তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি।গত ৩ ও ৪ জুলাই থেকেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের- পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়াতে শুরু করে। পাকিস্তান সরকার জে এ -কে 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন'-এর আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী সেখানে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিতে ইন্টারনেট ও সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা অঞ্চলটিকে কার্যত এক 'কারাগারে' পরিণত করিয়াছে। আন্দোলনকারীরা জানাইয়াছেন, পাকিস্তানি প্রশাসনের এই দমননীতি এবংন মনোবল ভাঙিতে পারবে না। যতক্ষণ না তাহাদের ৩৮ দফা দাবি মানা হইতেছে এবং আটক নেতাদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গণ-আন্দোলন থামিবে না বলিয়া হুঁশিয়ারি দিয়াছেন আন্দোলনকারী নেতারা।

ভারতের ঐক্য ও অগ্রগতির জন্য নিবেদিত একটি জীবন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী

আজ, ৬ই জুলাই, সেই অগণিত মানুষদের জন্য একটি বিশেষ দিন যারা জাতীয়তাবাদ ও নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শকে লালন করে চলেন। আজ আমরা ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালন করছি। তাঁর জীবন 'মা ভারতী'-র প্রতি অটল নিষ্ঠা ও সাহসিকতার একটি কালজয়ী দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আধুনিক ভারতের খুব কম নেতাই রয়েছেন যারা ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মেধা, জনসেবা এবং নৈতিক দৃঢ়তার এমন এক অপূর্ব ও গভীর সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

তরুণ শ্যামা প্রসাদ এমন একটি পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা সহজেই তাঁর জন্য একটি নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন নিশ্চিত করতে পারত। তাঁর পিতা, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ছিলেন সমকালের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী। অথচ নিয়তি তাঁর সামনে সুযোগ-সুবিধাপূর্ণ জীবনের পথ প্রস্তুত রাখলেও, তাঁর বিবেক তাঁকে ত্যাগ ও দেশসেবার পথে চালিত করেছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ঔপনিবেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই কিংবা মানবিক সংকটের মতো সমকালীন নানা অস্থিরতার মুখে তিনি কেবল নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। এই যাত্রাপথে তাঁকে গভীর ব্যক্তিগত শোকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল নিজের শিশুসন্তান ও পরবর্তীকালে স্ত্রীর অকালপ্রয়াণ। তবুও, এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো তাঁর সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় এবং দেশসেবার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠাকে আরও শক্তিশালীই করে তুলেছিল।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জনজীবনকে যদি কোনো একটি আদর্শ সর্বোপরি সংজ্ঞায়িত করে থাকে, তবে তা হলো ভারতের অখণ্ডতা। দেশভাগের চরম অস্থিরতার মধ্যেও তিনি অবিচল ছিলেন যাতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে টিকে থাকে। কয়েক বছর পর, সেই দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের পথে নিয়ে গিয়েছিল। কারাবাস তাঁকে দমাতে পারেনি এবং নিঃসঙ্গতাও তাঁর মনোবল কমাতে পারেনি। যে অগণিত মানুষের স্বার্থকে তিনি নিজের স্বার্থ বলে মনে করেছিলেন, তাঁদের থেকে বহু দূরে বন্দিদশাতেই তাঁর জীবনের আকস্মিক সমাপ্তি ঘটে। ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন কোনো ব্যক্তির চরম আত্মত্যাগ রাজনীতির গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় স্মৃতির অংশ হয়ে ওঠে। ড. মুখোপাধ্যায়ের শেষ যাত্রাও ছিল তেমনই এক মুহূর্ত। আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন যে, ড. মুখোপাধ্যায় এমন এক আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন যার ওপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। বহু বছর পর, ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (ক) অনুচ্ছেদ রদ করার বিষয়টিই ছিল তাঁর আত্মবলিদানের প্রতি সবচেয়ে যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ড. মুখার্জি সর্বদা ভারত ও ভারতীয় মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সেই সময়ের প্রথাগত ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন যা ছিল যুগান্তকারী। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। নিজস্ব কর্মশৈলীর মাধ্যমে তিনি দেশপ্রেম ও দূরদর্শী চিন্তাপ্রসূত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। শিক্ষাবিদদের এক সম্মেলনে ভাষণদানকালে ড. মুখার্জি অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছিলেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেবল সম্ভাব্য করণিক বা স্বল্প বেতনের কর্মী তৈরির কারখানা হিসেবে গণ্য করা ভুল। আমাদের এমন সব শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে হবে যারা আমাদের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান- যেমন পৌরসভা, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে; পাশাপাশি অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পের মতো জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তারা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে।"

তাঁর নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছু অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণার প্রসার, প্রত্নসামগ্রী বা নিদর্শন সংক্রান্ত অধ্যয়নে উৎসাহ প্রদান এবং কৃষিবিষয়ক পাঠ্যক্রম চালু করা। এছাড়া খেলাধুলা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ছাত্রকল্যাণের মতো বিষয়গুলোর প্রতিও তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গর্ববোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি ২৪শে জানুয়ারি তারিখটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে পালন করার প্রথা চালু করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গান রচনার অনুরোধ নিয়ে তিনি স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তাঁর এই মানসিকতার আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, যখন তিনি 'ভারতীয় জনসংঘ' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কংগ্রেস পার্টির সর্বব্যাপী প্রভাবের সেই সময়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের অগ্রগতির পক্ষে কথা বলার জন্য এমন একটি বিকল্প কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন, যা একই সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক শেকড়ের সঙ্গেও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকবে। এই দলের প্রতীক হিসেবে মাটির প্রদীপ বা 'দিয়া'-কে বেছে নেওয়াটা ছিল অত্যন্ত যথার্থ। একটি প্রদীপ দেখতে হয়তো সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত অন্ধকার দূর করার ক্ষমতা তার থাকে। সক্রিয় থাকাকালীন সময়ে এবং পরবর্তী সময়েও জনসংঘ ঠিক এই কাজটিই করেছিল।

ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কার্যকালটি এমন একজন রাষ্ট্রনায়কের পরিচয়কে তুলে ধরে, যার উন্নয়ন-ভাবনা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও মানবিক। তিনি শিল্পকে নবীন স্বাধীন একটি জাতির মর্যাদা, সুযোগ ও আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি সম্পদ সৃষ্টি ও মূল্য সংযোজনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখতেন। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, সিন্দ্রি সার কারখানা এবং একটি বলিষ্ঠ শিল্পনীতির মতো অগ্রগামী উদ্যোগের মাধ্যমে আধুনিক শিল্প-ভারতের ভিত্তি স্থাপনের পাশাপাশি তিনি এ বিষয়টিও নিশ্চিত করেছিলেন যেন ভারতের ঐতিহ্যগত শক্তিগুলো উপেক্ষিত না হয়। তাঁতশিল্প, কুটির শিল্প, কারিগর এবং বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা তাঁর মধ্যে একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ এক পৃষ্ঠপোষককে পেয়েছিলেন।

এখানে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিতে চাই। আত্মনির্ভরশীলতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ড. মুখার্জি যে সিন্দ্রি কারখানাটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, পরবর্তী কয়েক দশক ধরে যারা দেশ পরিচালনা করেছেন, তারা সেটিকে উপেক্ষা করেছিলেন। আমি গর্বিত যে, আমাদের সরকার এই কারখানাটির পুনরুজ্জীবনে অবদান রাখার সুযোগ পেয়েছে। সেই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে পারাটা সত্যিই অত্যন্ত বিশেষ একটি মুহূর্ত ছিল। ভারতের সভ্যতার ঐতিহ্যে দীর্ঘকাল ধরেই আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ড. মুখার্জি ছিলেন এই গণতান্ত্রিক চেতনারই মূর্ত প্রতীক। তিনি পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন এই বিশ্বাস থেকে যে, স্বাধীনতার পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ে দেশ গঠনের কাজ ছিল দলীয় মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে। তিনি নিষ্ঠা ও গঠনমূলক মানসিকতা নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি অনুভব করলেন যে জাতীয় স্বার্থে ভিন্ন কোনো পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন, তখন তিনি মর্যাদার সঙ্গে পদত্যাগ করেন এবং জাতির জন্য প্রয়োজনীয় বলে তিনি যা মনে করতেন, সেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সর্বান্তকরণে নিয়োজিত করেন।

৭৫ বছর আগে পণ্ডিত নেহরু সংবিধানের প্রথম সংশোধনী নিয়ে এসেছিলেন, যা ছিল বাক্‌স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত। ড. মুখার্জি ছিলেন এর অন্যতম কঠোর সমালোচক। কংগ্রেস কী করতে সক্ষম, তা তিনি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। যাঁরা ৭৫ বছর আগে প্রথম সংশোধনী এনেছিলেন, তাঁরাই ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ৫০ বছর আগে ৪২তম সংশোধনী আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যা আবারও উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূলে আঘাত হেনেছিল।

ড. মুখার্জি তাঁর মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্যও বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৪৩ সালে বাংলায় যখন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন তিনি দুর্গত মানুষের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি মানুষের অন্নসংস্থানের জন্য বেশ কয়েকটি ক্যান্টিন ও ত্রাণকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিকে যেমন তিনি তাঁর দেশবাসীর চরম দুর্দশা দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসকদের চরম উদাসীনতা ও অসংবেদনশীলতা তাঁকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছিল। তিনি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে একটি বইও লিখেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর সেই গভীর ক্ষোভ ও বেদনার কথা তুলে ধরেছিলেন। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে যখন এক প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, তখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে তাঁর নেওয়া পদক্ষেপগুলো সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল।

কলকাতার একটি কলেজে ভাষণদানকালে ড. মুখার্জি তরুণদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা যে কাজই হাতে নাও না কেন, তা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন করো; কোনো কাজই অসম্পূর্ণ বা অসমাপ্ত রেখো না এবং নিজের সর্বোচ্চটুকু নিংড়ে না দেওয়া পর্যন্ত কখনোই সন্তুষ্ট হয়ো না।" ভারত যখন 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদনের উপায় হলো- এমন এক শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী ও সহানুভূতিশীল ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিদিন সচেষ্ট থাকা, যার ওপর তিনি গভীর আস্থা রাখতেন। আর আজকের তরুণ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে আমি নিশ্চিত যে, তারা এই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে এবং ঠিক সেটাই করে দেখাবে।

নাগরিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজতর করা 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র ১১ বছরের পথচলা

শ্রী এস কৃষ্ণন
বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের সচিব

মাত্র এক দশকেরও বেশি সময় আগে, উত্তরপ্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষককে ফসলের ফলন বাড়ানোর পরামর্শ পেতে কিংবা সরকারি ভর্তুকি লাভের জন্য জটিল সব নথিপত্র ও আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। তখন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাই ছিল স্বাভাবিক চিত্র। অথচ আজ, সেই একই কৃষক তার ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন এবং কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই ভর্তুকির অর্থ সরাসরি তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে।

রাস্তায় বের হলেই চোখে পড়বে আরও এক নীরব বিপ্লবের দৃশ্যএমন এক পরিবর্তন যা মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। স্থানীয় কোনো ফল বিক্রেতা বা অটোরিকশা চালকযাঁরা একসময় পুরোপুরি নগদ অর্থের লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেনতাঁরা এখন গর্বের সঙ্গে তাঁদের ঠেলাগাড়ি বা অটোরিকশায় ঝোলানো কিউআর কোডটি দেখিয়ে থাকেন।

আজ ভারত ১০২.৮৬ কোটি সংযুক্ত নাগরিকের শক্তিতে বলীয়ান, যাদের সহায়তায় রয়েছে ৯৯.৫৬ কোটির বিশাল ব্রডব্যান্ড গ্রাহক-ভিত্তি। প্রতি গিগাবাইট (জিবি) মোবাইল ডেটার খরচ অত্যন্ত সাশ্রয়ীমাত্র ৮ থেকে ১০ টাকার মধ্যেহওয়ায় মাথাপিছু মাসিক ডেটা ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে অভাবনীয় ২৪.০১ জিবি-তে। এই ডিজিটাল ভিত্তি নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ককে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছে; গড়ে তুলেছে আস্থা, স্বচ্ছতা ও ডিজিটাল স্বনির্ভরতার এক মজবুত কাঠামো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচি প্রমাণ করেছে যে, প্রযুক্তিকে অবশ্যই নাগরিকদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও সমতা-ভিত্তিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে হবেযা তাঁদের জীবনযাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনাকে আরও সহজ ও সুবিধাজনক করে তোলে।

ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া—

এই বিপ্লবের প্রথম ধাপটি ছিল ডিজিটাল পরিষেবার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করা এবং এমন একটি শক্তিশালী ও নিজস্ব ডিজিটাল পরিচিতি কাঠামো গড়ে তোলা যা প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করে। "ভারতনেট" উদ্যোগটি ব্যাপক পরিসরে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং প্রায় ২.২ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে উচ্চ-গতির ব্রডব্যান্ডের আওতায় এনেছে; এর ফলে ভৌগোলিক অবস্থান আর অর্থনৈতিক সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

অবকাঠামোগত এই বিশাল অগ্রগতির পাশাপাশি ১৪৪ কোটিরও বেশি আধার পরিচিতি তৈরির বিষয়টি "জন-ধন, আধার ও মোবাইল" (জেএএম)-এর সমন্বিত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছে। নিজস্ব ডিজিটাল পরিচিতি কাঠামোর সুবিধা কাজে লাগিয়ে সরকার "ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার" বা ডিবিটি-র মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে সরাসরি ৫১.৫ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করেছে। এই ব্যবস্থাটি কার্যকরভাবে দুর্নীতির সুযোগ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ ঘটিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ পরিবারের হাতে সরাসরি আর্থিক স্বাধীনতা তুলে দিয়ে তাদের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ ও উন্নত করেছে।

ডিপিআই-এর প্রভাব: দৈনন্দিন জীবন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের রূপান্তর ভিত্তি স্থাপনের পর, ভারতের "ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার" বা ডিপিআই বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তৈরির মাধ্যমে নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে। "ডিজি-লকার"-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো নাগরিক ও ব্যবসায়ীউভয়ের জন্যই বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত সহজ ও সুশৃঙ্খল করেছে। ৭০ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং ৯০০ কোটিরও বেশি নথিপত্র বা ডকুমেন্ট ধারণকারী এই প্ল্যাটফর্মটি কাগজের নথিপত্র ব্যবহারের ঝামেলা দূর করেছে এবং কেওয়াইসি প্রক্রিয়া ও নথিপত্র যাচাইকরণকে তাৎক্ষণিক করে তুলেছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর ফলে সময় ও খরচের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হয়েছে; ব্যাংক, টেলিকম অপারেটর এবং ফিনটেক সংস্থাগুলো এখন গ্রাহকের তথ্য যাচাইয়ের কাজ কয়েক দিনের পরিবর্তে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই সম্পন্ন করতে পারছে। "গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস" (জি-ই-এম)-এর মাধ্যমে সরকার ১৯.৫১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করেছে। একজন ক্ষুদ্র উৎপাদক বা নতুন বিক্রেতার জন্য এটি সরকারি কাজ বা ঠিকাদারি পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে তাদের আর জটিল মধ্যস্বত্বভোগী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

দূর থেকে সরকারি পরিষেবা গ্রহণের সুবিধার্থে "উমাং" অ্যাপ্লিকেশনটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পরিষেবাগুলোকে সরাসরি নাগরিকদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমানে ১১.৬ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এই পরিষেবাটি গ্রহণ করছেন; এর মাধ্যমে ২,৫৭২টি সরকারি পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত ৭৯৭.৮৪ কোটি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে। এই পুরো ব্যবস্থার মুকুটের মণি হলো "ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস" বা ইউপিআই। রাস্তার ধারের ফল বিক্রেতার কিউআর কোড-ভিত্তিক লেনদেনের পেছনে রয়েছে একটি নিজস্ব ও শক্তিশালী পেমেন্ট পরিকাঠামো, যা বর্তমানে প্রতিদিন বিস্ময়করভাবে ৭৫ কোটি লেনদেন সম্পন্ন করছে। বর্তমানে বিশ্বের মোট রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পেমেন্ট বা লেনদেনের প্রায় অর্ধেকই ভারতে সম্পন্ন হয় এবং আইএমএফ ইউপিআই-কে বিশ্বের বৃহত্তম রিয়েল-টাইম পেমেন্ট ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারতের ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা বা গভর্ন্যান্স প্ল্যাটফর্মগুলোর অনুকরণ ও গ্রহণের লক্ষ্যে যেসব দেশের সঙ্গে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষর করেছে, তাদের কাছে এই ব্যবস্থাটি একটি অপরিহার্য স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। এছাড়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর ও ফ্রান্সসহ মোট ৯টি দেশে ইউপিআই বর্তমানে চালু রয়েছে।

প্রযুক্তিকে একটি "পাবলিক গুড" বা সর্বজনীন সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার এই দর্শনটি সরাসরি স্বাস্থ্যসেবার সমতা ও মানুষের জীবনযাত্রার সহজীকরণের সঙ্গে যুক্ত। "ই-সঞ্জীবনী" প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভারত ৪৮ কোটিরও বেশি বিনামূল্যে টেলি-কনসালটেশন বা দূরবর্তী চিকিৎসা পরামর্শ সেবা প্রদান করেছে, যার ফলে প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকার রোগীরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। একইভাবে, বিশ্বের বৃহত্তম টিকাদান কর্মসূচিটিও পরিচালিত হয়েছে একটি নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। "কো-উইন"-এর সাহায্যে ২২০ কোটিরও বেশি কোভিড-১৯ টিকার ডোজ স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রদান ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে এমন এক শক্তিশালী ডিজিটাল কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে যা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছে।

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি—

"ডিজিটাল ইন্ডিয়া" তার যাত্রার ১১তম বছরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে, এর লক্ষ্য এখন দৃঢ়ভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলোভারত এবং "গ্লোবাল সাউথ"-এর (উন্নয়নশীল দেশসমূহ) বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই প্রযুক্তিগুলোকে জনকল্যাণমূলক সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানো।

দীর্ঘদিন ধরে, কম্পিউটিং ক্ষমতার অত্যধিক ব্যয়ের কারণে ছোট শহরের মেধাবী ও উদ্ভাবনী তরুণরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। "ইন্ডিয়া এআই মিশন"-এর আওতায়, স্টার্টআপগুলোর জন্য ব্যবসা পরিচালনার প্রক্রিয়া সহজতর করতে ভারত পদ্ধতিগতভাবে এই বাধা দূর করছে। সবার জন্য প্রযুক্তির সুবিধা উন্মুক্ত করতে সরকার একটি বিশাল ও যৌথ ব্যবহারের উপযোগী কম্পিউটিং পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। দেশীয় স্টার্টআপ ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বমানের কম্পিউটিং সুবিধা মাত্র ঘণ্টায় ৬৫ টাকার বিনিময়ে উপলব্ধ করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগিয়ে তোলাই এর লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য হলো ভারতকে বিশ্বের "এআই অ্যাপ্লিকেশন"-এর রাজধানীতে পরিণত করা; যেখানে আমাদের দক্ষ কর্মীবাহিনী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন খাতের পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনবে এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। একই সঙ্গে, ভারত তার হার্ডওয়্যার-সংক্রান্ত ভবিষ্যতের সুরক্ষাও নিশ্চিত করছে। "সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম"-এর আওতায়, সারা দেশে ১.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিনিময়ে ১২টি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ও প্যাকেজিং প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এই অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করতে, কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ "ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম) ২.০"- এর ঘোষণা করা হয়েছে। এই নতুন পর্যায়টি কেবল উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম ও কাঁচামাল, সম্পূর্ণ দেশীয় মেধা-স্বত্ব বা "ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি" (আইপি) ডিজাইন এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২৪টি সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন স্টার্টআপ অনুমোদিত হওয়ায়, ভারত দ্রুত তার সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে গভীর প্রযুক্তিগত দক্ষতায় রূপান্তর করছে। এর মাধ্যমে একটি প্রাণবন্ত দেশীয় "ফ্যাবলেস" ইকোসিস্টেম গড়ে উঠছে, যা আধুনিক বিশ্বকে সচল রাখা চিপগুলোর নকশা বা ডিজাইন তৈরি করছে।

এই উদ্যোগের প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে জাতির সেই মানসিকতায়, যা এখন উদ্ভাবন, নির্বিঘ্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং সুশাসনকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার প্রত্যাশা করে। প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্তিকরণ, সহজলভ্যতা এবং জাতীয় সক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের হাতিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, "ডিজিটাল ইন্ডিয়া" নীরবে সেই "বিকশিত ভারত"- এর রূপরেখা তৈরি করছেযার স্বপ্ন আমরা ২০৪৭ সালের জন্য দেখছি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আসন্ন খার্চি মেলাকে কেন্দ্র রতন চক্রবর্তীর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয় রবিবার।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ প্রবীণ প্রাক্তন মন্ত্রী এখন রিতব্রত শিবিরে, সর্বশেষ যোগ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ৫ জুলাই(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে গোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে প্রায় সব হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রীই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ''বিদ্রোহী সংখ্যাগরিষ্ঠ'' শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সর্বশেষ এই তালিকায় নাম যুক্ত হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) তথা দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের।

শনিবার দুপুরে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপরই তিনি রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে বৈঠক করেন।চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, বিদ্রোহী শিবির কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ের দখল নেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর তাঁর পক্ষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে থাকা আর সমীচীন নয় বলেই তিনি মনে করেন। ইস্তফার পর তিনি অভিযোগ করেন, অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) থাকাকালীন তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের যোগদানের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের মন্ত্রিসভার প্রায় পুরোটাই এখন বিদ্রোহী সংখ্যাগরিষ্ঠ শিবিরে রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ আহমেদ খান, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, শিউলি সাহা এবং অরূপ রায়। এঁদের মধ্যে ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ আহমেদ খান, শিউলি সাহা এবং অরূপ রায় এখনও বিধায়ক। এছাড়া হাওড়া (মধ্য) কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক অরূপ রায়কে গত মাসে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নবগঠিত ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির (এনডব্লিউসি) চেয়ারম্যান করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেননি। তবে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত এই দুই নেতা এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবেন, নাকি রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেবেন সে বিষয়েও কোনও অবস্থান স্পষ্ট করেননি।

প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রও এখনও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন। বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য ঘোষণা করে চলা একমাত্র হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক হলেন মদন মিত্র। তাঁকে একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের 'সবচেয়ে বর্ণময় ব্যক্তিত্ব' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

শনিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ইস্তফার পর এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে কাউকে নিয়োগ করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

''তৃণমূলে এবার ইস্তফার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে'', চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পদত্যাগে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৫ জুলাই(আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দলের সব দলীয় পদ থেকে ইস্তফাকে কেন্দ্র করে শাসকদলকে তীব্র কটাক্ষ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসে এখন একের পর এক পদত্যাগের প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং দলের সাংগঠনিক শক্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এক সময় দেশে পুরস্কার ফেরানোর একটা ট্রেন্ড হয়েছিল। এখন তৃণমূল কংগ্রেসে ইস্তফার ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, এই ধারা চলতেই থাকবে। এখন আর দলের কোনও সুসংগঠিত কাঠামো আছে বলে মনে হয় না। ফলে কে কোথায় ইস্তফা দিচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, তা বোঝাও কঠিন। এটা তাদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এত বছর অর্থমন্ত্রী থাকার পর তিনি এখন বলছেন, বাজেট কীভাবে তৈরি হয়, তা তিনি জানতেন না। তাহলে এতদিন তিনি সেখানে বসে কী করছিলেন? তাঁকে না জানিয়েই কি বাজেট তৈরি হতো? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একসময় বলেছিলেন, তিনি ট্রেডমিলে হাঁটতে হাঁটতে বাজেট তৈরি করেন। এভাবে কি বাজেট তৈরি হয়? এসব সম্পূর্ণ হাস্যকর। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার পিছনে এই ধরনের শাসনব্যবস্থাই দায়ী।'

রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তৃণমূলের আমলে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার তদন্ত চলছে। কারও কাছে প্রমাণ থাকলে পুলিশে অভিযোগ করুন। দোষী প্রমাণিত হলে কাউকেই ছাড়া হবে না।'

শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সব সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয়ের পর তাঁকে রাজ্য সভাপতি করা হয়েছিল। ৩ জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সব কমিটি ভেঙে নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তিনি সুব্রত বক্সীর স্থলাভিষিক্ত হন।

ইস্তফাপত্রে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য লিখেছেন, ৩ জুন কালীঘাটের বৈঠকে তাঁকে যে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই পদ থেকে তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন। পাশাপাশি বর্তমানে দলের যে সমস্ত পদে তিনি রয়েছেন, সেগুলি থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের এই পদত্যাগের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ও নেতৃত্ব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীরাও দলটির সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে আরও সরব হয়েছে।

তিজন বাইয়ের প্রয়াণে শোকের ছায়া, ''লোকশিল্প জগতের অপূরণীয় ক্ষতি'' বললেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই(আইএএনএস): পদ্মবিভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত কিংবদন্তি পাণ্ডবানি শিল্পী তিজন বাইয়ের প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন নেতা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে ছত্তিশগড়ের লোকসংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করেছেন।

দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর রবিবার ভোর ৩টা ১৫ মিনিটে রায়পুরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিজন বাই। গত ২৭ মে থেকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসকদের মতে, তিনি গুরুতর ফুসফুসের সংক্রমণ, রক্তে সংক্রমণ (সেপসিস) এবং তীব্র কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করে বলেন, তিজন বাইয়ের মৃত্যু 'লোকশিল্প জগতের অপূরণীয় ক্ষতি'। তিনি বলেন, নিজের অনন্য প্রতিভা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে তিজন বাই পাণ্ডবানি লোকশিল্পকে এক স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছেন। ছত্তিশগড়ের এই লোকশিল্প সংরক্ষণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেব সাই রায়পুর এইমসে গিয়ে প্রয়াত শিল্পীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, 'পদ্মবিভূষণ সম্মানপ্রাপ্ত, বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডবানি শিল্পী এবং ছত্তিশগড়ের লোকসংস্কৃতির অমর কণ্ঠ তিজন বাইয়ের প্রয়াণ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। তাঁর মৃত্যু শুধু লোকশিল্পের নয়, ছত্তিশগড় তথা সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অপূরণীয় ক্ষতি।'

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তিজন বাইয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

ছত্তিশগড়ের মন্ত্রী কেদার কাশ্যপও শোকপ্রকাশ করে বলেন, তিজন বাইয়ের প্রয়াণে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি তার সবচেয়ে শক্তিশালী কণ্ঠস্বরকে হারাল। তাঁর শিল্পকর্ম পাণ্ডবানি এবং ছত্তিশগড়ের লোকঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে নতুন পরিচিতি এনে দিয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও শোকবার্তায় বলেন, তিজন বাই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, শক্তিশালী পরিবেশন ও সঙ্গীতসাধনার মাধ্যমে ছত্তিশগড়ের পাণ্ডবানি লোকধারাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। ভারতীয় লোকশিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, তিজন বাই তাঁর অনন্য প্রতিভা ও নিরলস সাধনার মাধ্যমে পাণ্ডবানি শিল্পকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং ভারতীয় লোকসংস্কৃতিকে নতুন মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর অবদান আগামী প্রজন্মের কাছে চিরকাল অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল বলেন, 'ছত্তিশগড়ের অমূল্য রত্ন' তিজন বাইয়ের মৃত্যু ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের জন্য এক গভীর ক্ষতি। তিনি তাঁর কণ্ঠে পাণ্ডবানি শিল্পকে জীবন্ত রেখেছিলেন এবং বিশ্বমঞ্চে ছত্তিশগড়কে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

ছত্তিশগড় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীপক বৈজও শোকপ্রকাশ করে বলেন, তিজন বাইয়ের প্রয়াণ শুধু ছত্তিশগড় নয়, সমগ্র দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

১৯৫৬ সালে ছত্তিশগড়ের ভিলাইয়ের কাছে গনিয়ারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিজন বাই। সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীতে পরিণত হন। মহাভারতের কাহিনি গীত ও নাটকীয় পরিবেশনার মাধ্যমে তুলে ধরার লোকশিল্প ''পাণ্ডবানি''-কে তিনি বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় করে তোলেন।

তাঁর দীর্ঘ শিল্পজীবনে তিনি ১৯৮৮ সালে পদ্মশ্রী, ২০০৩ সালে পদ্মভূষণ এবং ২০১৯ সালে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। এছাড়া ১৯৯৫ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার-সহ একাধিক মর্যাদাপূর্ণ সম্মান লাভ করেন।

''আমেরিকা আবার জয়ী হচ্ছে'', স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তিতে সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রশংসায় ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই(আইএএনএস): যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেওয়া ভাষণে দেশের ইতিহাস, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের রূপরেখা তুলে ধরলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি কঠোর নির্বাচনী আইন, কমিউনিজমের বিরোধিতা এবং মহাকাশ গবেষণায় যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির উপরও জোর দেন।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়ের কারণে কয়েক ঘণ্টা অনুষ্ঠান পিছিয়ে যাওয়ার পর ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে সমবেত সমর্থকদের উদ্দেশে প্রায় ৪০ মিনিটের ভাষণ দেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমাদের নিরুৎসাহিত করার কোনও উপায় ছিল না। আপনারা বিশেষ মানুষ, আর আমাদের দেশও বিশেষ।'

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ২৫০ বছর পূর্তিকে তিনি আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম গৌরবময় মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন। ট্রাম্প বলেন, 'গত ২৫০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাসীর কাছে আশা, প্রতিশ্রুতি, আলোর দিশা এবং গৌরবের প্রতীক। সবাই আমাদের মতো হতে চায়, কিন্তু কেউ আমাদের মতো হতে পারে না।'

ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান প্রণয়ন, স্বাধীনতা যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, শিল্পায়ন, দুই বিশ্বযুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ এবং মহাকাশ অভিযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায়গুলির কথা তুলে ধরেন। মার্কিন সংবিধানকে তিনি 'এ পর্যন্ত রচিত সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক দলিল' বলে বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতিবাহী মার্কিন পতাকা প্রদর্শনের পাশাপাশি যুদ্ধবীর ও ''মেডেল অব অনার'' প্রাপকদেরও সম্মান জানানো হয়। ট্রাম্প তাঁদের 'আমেরিকার সাহসিকতার প্রতীক' বলে অভিহিত করেন।

ভাষণের বড় অংশ জুড়েই ছিল সামরিক শক্তির প্রসঙ্গ। ট্রাম্প দাবি করেন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও দমকল বাহিনীতে নিয়োগ বেড়েছে, কারণ মানুষ আবার দেশকে ভালোবাসছে ও সম্মান করছে। তিনি বলেন, তাঁর প্রথম মেয়াদে মার্কিন সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে শক্তিশালী করা হয়েছিল।

ইরান প্রসঙ্গে ট্রাম্প দাবি করেন, চলতি বছরের সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সামরিক সক্ষমতাকে ধ্বংস করেছে। এমনকি তিনি আরও দাবি করেন, 'আমরা ইতিহাসের অন্যতম বড় নৌ-জয় অর্জন করেছি। ইরানের পুরো নৌবহর, ১৫৯টি জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছি।'

তিনি বলেন, 'আমেরিকা বিজয়ীদের দেশ, আর আজ আমাদের দেশ আবার জয়ী হচ্ছে।'

নির্বাচনী সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে ট্রাম্প কংগ্রেসকে ''সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট'' অনুমোদনের আহ্বান জানান। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, ভোট দিতে বাধ্যতামূলক পরিচয়পত্র ও নাগরিকত্বের প্রমাণ দেখাতে হবে এবং অসুস্থতা, প্রতিবন্ধকতা, সামরিক দায়িত্ব বা ভ্রমণের বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া ডাকযোগে ভোট দেওয়া যাবে না।

ভাষণে একাধিকবার কমিউনিজমের কড়া সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা আমাদের দেশে কমিউনিস্ট চাই না। আমেরিকা কখনও কমিউনিস্ট দেশ হবে না। কমিউনিজম একটি ব্যর্থ মতাদর্শ এবং এটি শুরু হওয়ার আগেই থামানো উচিত।'

মহাকাশ গবেষণার প্রসঙ্গেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। নাসার আর্টেমিস-২ অভিযানের নভোচারী এবং অ্যাপোলো-১৭ অভিযানের মহাকাশচারী জ্যাক শ্মিটকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা আবার চাঁদে যাব, তারপর মঙ্গল গ্রহেও পৌঁছব।'

তিনি আরও দাবি করেন, মার্কিন স্পেস ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্তকে একসময় সমালোচনা করা হলেও বর্তমানে মহাকাশ প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্র চীন ও রাশিয়ার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারানো সেনাদের ১১টি ''গোল্ড স্টার'' পরিবারের সদস্যদেরও সম্মান জানান ট্রাম্প।

অর্থনৈতিক সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, মার্কিন শেয়ারবাজার ইতিহাসের সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে, দেশে ১৯.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ এসেছে, নতুন নতুন কারখানা গড়ে উঠছে, কর্মসংস্থান ও অবসরকালীন সঞ্চয়ও রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। তাঁর দাবি, ওয়াশিংটনও এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ ও সুন্দর।

ভাষণের শেষে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা বিশ্বের প্রাচীনতম সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রগুলির একটি হলেও আমাদের যাত্রা মাত্র শুরু হয়েছে। সেরাটা এখনও আসা বাকি।' তিনি বর্তমান সময়কে 'আমেরিকার স্বর্ণযুগ' বলে উল্লেখ করে দেশকে আরও বড়, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে তোলার অঙ্গীকার করেন।

ভাষণ শেষে ন্যাশনাল মলে বর্ণাঢ্য আতশবাজির প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বুলন্দশহরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ৫ গরু-চোর গ্রেফতার, এক অভিযুক্ত গুলিবিদ্ধ

বুলন্দশহর, ৫ জুলাই(আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় মহিষ চুরির চেষ্টা করার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়া একজন অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে এবং পুলিশের পাল্টা গুলিতে আহত আরও এক অভিযুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ।

সিকান্দ্রাবাদের সার্কেল অফিসার দীপক কুমার সাংবাদিকদের জানান, ৪ জুলাই গুলাওঠি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় যে, কয়েকজন গরু-চোর পশুর হাটের কাছে একটি গাড়িতে মহিষ তোলার পরিকল্পনা করছে। খবর পেয়ে টহলরত স্থানীয় পুলিশ ও সোয়াট দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশের দাবি, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলে অভিযুক্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালালে এক অভিযুক্তের বাঁ পায়ে গুলি লাগে। পরে আহত অভিযুক্ত-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। তবে গুলি চালিয়ে আরও এক অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাকে ধরতে তল্লাশি অভিযান চলছে। আহত অভিযুক্তকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

দীপক কুমার জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে আগেও অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন থানায় তাদের বিরুদ্ধে অন্তত দুটি গবাদি পশু চুরির মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য জেলাতেও তারা একই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তিনি আরও জানান, গুলিবিদ্ধ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এক ডজনেরও বেশি গবাদি পশু চুরির মামলা রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে একটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, একটি তাজা কার্তুজ, একটি পিকআপ ভ্যান এবং দুটি মহিষ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলায়ও কুখ্যাত গবাদি পশু-চোরদের একটি দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছিল।

হরিয়ানার বাহাদুরগড়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দুই শুটার নিহত

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই(আইএএনএস): হরিয়ানার বাহাদুরগড়ের বালাউর বাইপাসের কাছে রবিবার হরিয়ানা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের যৌথ অভিযানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের দুই অভিযুক্ত শুটার নিহত হয়েছে। নিহত দু''জনের মাথার দাম ছিল এক লক্ষ টাকা করে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এই সংঘর্ষে এক কনস্টেবল গুরুতর জখম হন এবং তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য উচ্চতর চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও চার পুলিশকর্মী গুলির মুখে পড়লেও তাঁদের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটে গুলি লাগায় প্রাণে বেঁচে যান।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, দুই অভিযুক্ত বাহাদুরগড়ে বড়সড় কোনও অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনা করছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এবং হরিয়ানা এসটিএফ-এর বাহাদুরগড় ইউনিট যৌথ অভিযান চালিয়ে বালাউর বাইপাস এলাকায় ফাঁদ পাতে। পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা পুলিশকে দেখতে পেয়েই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। এরপর উভয়পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি গুলি চলে। সংঘর্ষে প্রায় ১২ থেকে ১৩ রাউন্ড গুলি চলার পর দুই অভিযুক্ত নিহত হয়। নিহতদের পরিচয় প্রকাশ, হিসার জেলার টিব্বা দানাশের গ্রামের বাসিন্দা প্রবেশ এবং জাখোদ খেরা গ্রামের বাসিন্দা হিমাংশু। পুলিশের দাবি, দু''জনেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য ছিল এবং গত মাসে হিসারের হাঁসিতে এক জিম মালিক খুনের ঘটনায় তারা প্রধান অভিযুক্ত ছিল। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে তারা পুলিশের ''ওয়ান্টেড'' তালিকায় ছিল।

হরিয়ানা এসটিএফ-এর পুলিশ সুপার বিক্রান্ত ভূষণ সংঘর্ষের ঘটনা নিশ্চিত করে জানান, নিহত দু''জনই হাঁসির জিম মালিক খুনের মামলায় ওয়ান্টেড ছিল। অভিযানের পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকরা। এলাকা ঘিরে রেখে ফরেন্সিক তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় উদ্ধার হওয়া অস্ত্র এবং নিহতদের অপরাধমূলক অতীত-সহ বিস্তারিত তথ্য পরে সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

নিউ টাউনে ২,০০০ শয্যার হাসপাতাল গড়বে আদানি গোষ্ঠী, ১,০০০ শয্যায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন দরিদ্র রোগীরা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ৫ জুলাই (আইএএনএস): কলকাতার উপকণ্ঠে নিউ টাউনে ২,০০০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তুলবে আদানি গোষ্ঠী। এর মধ্যে ১,০০০টি শয্যা দরিদ্র রোগীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যেখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। শনিবার এই ঘোষণা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

গত দুই মাসে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরতে নিজের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি জানান, আদানি গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই এই হাসপাতাল নির্মাণের জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আদানি গোষ্ঠী নিউ টাউনে ২,০০০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করবে। এর মধ্যে ১,০০০টি শয্যা দরিদ্র মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং সেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে। বাকি ১,০০০টি শয্যায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে।'

আলিপুর সিটিজেন্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে তিনি নাগরিক সমাজের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এর আগে, চলতি বছরের মে মাসে আদানি গোষ্ঠী বিহারে ''এসিই-আদানি সেন্টার ফর আই ডিজিজেস'' চালুর ঘোষণা করে। আখণ্ড জ্যোতি হাসপাতাল এবং আদানি ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় গড়ে ওঠা এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য চক্ষু চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া।

এছাড়া ''অ্যাটম-আদানি ট্রেনিং সেন্টার ফর অপথ্যালমিক মেডিসিন''-এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি জানিয়েছিলেন, আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নত মানের চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা আরও বিস্তৃত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

এছাড়াও, গত বছর আদানি গোষ্ঠীর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ-এর অধীন সুচেতা কৃপালানি হাসপাতালে কিডনি রোগীদের জন্য ডায়ালিসিস পরিষেবা সম্প্রসারণে আধারশিলা ট্রাস্ট-এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ঘোষণা করা হয়।

ফ্রান্সে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ নির্মলা সীতারামনের, ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের ভূয়সী প্রশংসা

প্যারিস/নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই(আইএএনএস): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ফ্রান্সে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তাঁদের ভারতের ''সফট পাওয়ার'', আন্তর্জাতিক মর্যাদা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

ফ্রান্সের মার্সেইয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রবাসীদের সমাবেশে তিনি মূল বক্তব্য রাখেন। পরে সেখানে উপস্থিত ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন বলে অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে।

এছাড়া ফ্রান্সের কাদারাশে আন্তর্জাতিক তাপ-পরমাণু পরীক্ষামূলক চুল্লি (আইটিইআর) প্রকল্পে কর্মরত লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি)-র ভারতীয় পেশাদারদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন অর্থমন্ত্রী।

আইটিইআর হল বিশ্বের বৃহত্তম পরীক্ষামূলক টোকামাক পারমাণবিক ফিউশন রিঅ্যাক্টর নির্মাণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক প্রকল্প।

বিধায়িকা মীনা রানীর উদ্যোগে আগরতলায় এক স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করা হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN 1111.pmd 2 05-07-2026, 23:33

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশু লালন পালনে সেরা ৫ দেশ

শিশুর স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, শিক্ষা, নিরাপত্তা, পারিবারিক সুবিধা ও প্রাকৃতিক পরিবেশএসব বিষয় বিবেচনায় বিশ্বের কয়েকটি দেশ শিশু লালন-পালনের জন্য সেরা হিসেবে উঠে এসেছে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, এসব দেশে শিশুরা তুলনামূলক নিরাপদ ও সুন্দর শৈশব পায়।

জাপান--- জাপানে ছোট বয়স থেকেই শিশুরা অনেকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। এমনকি অনেক শিশু নিজেরাই স্কুলে যায়, কারণ দেশটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী। শিক্ষার ক্ষেত্রেও জাপান বিশ্বের এগিয়ে থাকা দেশগুলোর একটি। কর্মজীবী বাবা-মায়ের জন্য রয়েছে দীর্ঘ বেতনসহ ছুটির সুবিধা, যা সন্তান লালন-পালনে বাড়তি সহায়তা দেয়।

এস্তোনিয়া--- শিশুদের জন্য পরিষ্কার পরিবেশ, সবুজ জায়গা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কারণে এস্তোনিয়া বিশেষভাবে এগিয়ে। এখানকার শিশুরা কম বায়ু ও শব্দ দূষণের মধ্যে বড় হয়। স্কুল শিক্ষায় গণিত, বিজ্ঞান ও ভাষার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দক্ষতার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুদের মানসিক বিকাশেও দেশটির শিক্ষা পদ্ধতি বেশ কার্যকর। বাবা-মায়ের জন্যও রয়েছে বিশ্বের অন্যতম উদার পারিবারিক ছুটির ব্যবস্থা।

স্পেন---শিশুদের সুস্থতা ও সামাজিক পরিবেশের জন্য স্পেন অন্যতম ভালো দেশ। কম দূষণ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও শিশুদের প্রতি ইতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশটিকে এগিয়ে রেখেছে। স্পেনে পরিবার নিয়ে বাইরে যাওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। শিশুদের রেস্তোরাঁ বা বিভিন্ন সামাজিক স্থানে নিয়ে যাওয়া নিয়ে তেমন কোনো বাধা নেই। এখানে বাবা ও মা দুজনই সন্তানের জন্মের পর বেতনসহ দীর্ঘ ছুটি পান। তবে শিশুদের জন্য আরও বেশি পরিচর্যা কেন্দ্র প্রয়োজন বলে অনেক অভিভাবক মনে করেন।

ফিনল্যান্ড--- বিশ্বের অন্যতম উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ফিনল্যান্ড শিশুদের জন্য খুবই উপযোগী একটি দেশ। এখানে বায়ুর মান ভালো, প্রচুর সবুজ জায়গা রয়েছে এবং শিশুরা প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে বেড়ে ওঠে। শিক্ষায় শিশুদের চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাবা-মায়ের জন্য রয়েছে দীর্ঘ সময়ের বেতনসহ ছুটির সুযোগ, যা পরিবারকে আরও কাছাকাছি রাখে।

নেদারল্যান্ডস—শিশুদের মানসিক সুখ ও জীবন নিয়ে সন্তুষ্টির দিক থেকে নেদারল্যান্ডস বিশ্বের শীর্ষে থাকা দেশগুলোর একটি। এখানকার শিশুরা কম চাপের মধ্যে বড় হয়। পরিবার, বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশটির সংস্কৃতিতে শিশুদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়। বাবা-মায়ের জন্যও রয়েছে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটির সুবিধা। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি নয়একটি শিশুর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ পরিবেশ, ভালো শিক্ষা, মানসিক শান্তি ও পরিবারের সহযোগিতা। আর এসব দিক বিবেচনায় বিশ্বের এই দেশগুলো শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে।

সম্পর্কের গভীরতা বাড়লেই বদলে যায় আচরণ

প্রিয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যত গভীর হতে শুরু করে, ততই একজন মানুষ আবেগগতভাবে দূরে সরে যেতে থাকেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, কিছু মানুষ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে শুরু করলে অস্বস্তি বোধ করেন। ফলে তারা ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমিয়ে দেন, এড়িয়ে চলেন বা কখনও হঠাৎ করেই সম্পর্ক থেকে সরে যান। সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের ভাষায়, এটি এক ধরনের মানসিক আচরণ, যেখানে মানুষ আবেগের গভীরতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে দূরত্ব তৈরি করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের মানুষদের শুরুতে চেনা কঠিন। কারণ সম্পর্কের প্রথম দিকে তারা বেশ আন্তরিক, যত্নশীল এবং মনোযোগী থাকেন। তবে সম্পর্ক যখন আরও গুরুত্ব পেতে শুরু করে, তখন তাদের আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। কখনও খুব কাছাকাছি আসেন, আবার হঠাৎ করেই দূরে সরে যান।

অনেক সময় অতীতের অভিজ্ঞতা বা শৈশবের পরিবেশ কাজ করে। যেসব মানুষ ছোটবেলায় আবেগগত নিরাপত্তা পাননি বা ভালোবাসাকে শর্তসাপেক্ষ হিসেবে দেখেছেন, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ভয় তৈরি হতে পারে। তারা মনে করেন, আবেগ প্রকাশ করলে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। ফলে অজান্তেই সম্পর্ক থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কাউকে একটু ব্যক্তিগত সময় বা স্বাধীনতা প্রয়োজন হলেই তাকে এই শ্রেণির মানুষ বলা যাবে না। সুস্থ সম্পর্কেও ব্যক্তিগত পরিসর থাকে। পার্থক্য হলো, সেখানে যোগাযোগ ও বোঝাপড়া বজায় থাকে। মনোবিশ্লেষকদের মতে, এই প্রবণতা থাকলেই কেউ খারাপ মানুষ হয়ে যান না। অনেক সময় মানুষ নিজের আবেগই ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না। কিন্তু এই আচরণ যদি বারবার সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হয় এবং অপর পক্ষকে মানসিক কষ্ট দেয়, তখন তা সমস্যার রূপ নেয়।

এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে আত্মবিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ভয়, অস্বস্তি ও আবেগের উৎস খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া, নিজের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং খোলামেলা যোগাযোগের অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সম্পর্ক শুধু আনন্দের মুহূর্ত ভাগাভাগি করার বিষয় নয়। কঠিন অনুভূতি, ভয় ও দুর্বলতাও একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই একটি সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি তৈরি হয়। তাই আবেগ প্রকাশকে ভয় না পেয়ে, বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের মাধ্যমে সম্পর্ককে এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

কাঁঠালের বিচিতেই মজার সন্দেশ

কাঁঠালের বিচিগুলো দিয়ে তৈরি করা যায় নরম, সুগন্ধি ও পুষ্টিকর এক মিষ্টান্নকাঁঠালের বিচির সন্দেশ। ঘরে থাকা সহজ উপকরণ আর কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করলেই তৈরি হবে ভিন্ন স্বাদের এই ঘরোয়া মিষ্টি। যা বিকেলের নাশতা বা অতিথি আপ্যায়নে হতে পারে দারুণ চমক। যেভাবে তৈরি করবেন কাঁঠালের বিচির সন্দেশ

প্রথমে কাঁঠালের বিচির খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা হলে এর বাদামি আবরণ সরিয়ে ফেলুন। এরপর বিচিগুলো ব্লেন্ড করে মিহি পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্টের সঙ্গে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে নিন। একটি ননস্টিক প্যানে সামান্য ঘি গরম করে তাতে মিশ্রণটি দিন। এরপর চিনি মিশিয়ে মাঝারি আঁচে প্রায় ১০ মিনিট নেড়ে রান্না করুন। ধীরে ধীরে মিশ্রণটি ঘন হয়ে প্যানের গা ছেড়ে উঠতে শুরু করবে।

চুলা বন্ধ করে শেষে এক চিমটি এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। তারপর মিশ্রণটি একটি পাত্রে ঢেলে ঠান্ডা হতে দিন।

ঠান্ডা হয়ে গেলে পছন্দমতো আকারে কেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু কাঁঠালের বিচির সন্দেশ। এই সন্দেশ ফ্রিজে সংরক্ষণ করলে ৪—৫ দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। কাঁঠালের বিচি পুষ্টিগুণে ভরপুর হওয়ায় এটি শুধু সুস্বাদুই নয়, স্বাস্থ্যকর মিষ্টান্ন হিসেবেও বিবেচিত।

৮টি ক্ষতিকর আচরণ গোপনে মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে

কিছু অভ্যাস আছে যেগুলোকে ব্যক্তিত্বের অংশ ভাবতে শুরু করে মানুষ। তেমনি ক্ষতিকর আটটি আচরণ আছে যা মানুষের মধ্যে মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকে।

ক্ষতিকর আচরণগুলো হলো-

১ আত্মকেন্দ্রিক বা অহংকারী ব্যক্তি : একজন আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি প্রায় সবকিছুই নিজের চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। আপনি যখন আপনার কোনো সাফল্যের কথা শেয়ার করেন, তারা হয়তো সেটাকে পাত্তাই দেবে না, সেটার সাথে প্রতিযোগিতা করতে চাইবে অথবা আপনাকে ছোট করার চেষ্টা করবে। তাদের আশেপাশে থাকলে আপনার মনে হতে পারে যে আপনার অনুভূতি এবং অর্জনের কোনো মূল্যই নেই।

২. সত্য বিকৃতকারী বা বিভ্রান্তি : এই ধরণের মানুষ সত্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় বা বিকৃত করে যে আপনি নিজেকে নিয়েই সন্দেহ করতে শুরু করবেন। তারা হয়তো নিজেদের বলা কথা অস্বীকার করবে, পুরো গল্পটা বদলে দেবে অথবা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে আপনি 'অতিরিক্ত সংবেদনশীল'। সময়ের সাথে সাথে এটি আপনার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে এবং আপনাকে নিজের স্মৃতির ওপরই সন্দেহ করতে বাধ্য করতে পারে।

৩. মানসিক শক্তি শোষণকারী: একজন এনার্জি ভ্যাম্পায়ার বা শক্তি শোষণকারী মানুষ আপনাকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে ফেলে। তাদের সাথে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত বা কথোপকথন খুব ভারী ও ক্লান্তিকর মনে হয়, কারণ তারা ক্রমাগত অভিযোগ করে, ড্রামা তৈরি করে অথবা কোনো সমাধানের চেষ্টা না করেই অন্তহীন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। তাদের সাথে কথা বলার পর আপনি নিজেকে ক্লান্ত, মানসিক চাপে থাকা এবং শূন্য অনুভব করতে পারেন।

৪. অনবরত খুঁত ধরা ব্যক্তি : এই ধরণের মানুষ সবসময় আপনার করা যেকোনো কাজের মধ্যেই কোনো না কোনো ভুল খুঁজে বের করবে। এমনকি আপনি যখন নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু করবেন, তখনও তারা আপনার প্রচেষ্টাকে মূল্য না দিয়ে শুধু আপনার ভুলের ওপরই নজর দেবে। আপনি যদি সারাক্ষণ কেবল সমালোচনাই শুনতে থাকেন, তবে আস্তে আস্তে নিজের ওপর থেকে আপনার বিশ্বাস উঠে যেতে পারে এবং আপনি নতুন কিছু করার সাহস হারিয়ে ফেলতে পারেন।

৫. অপরাধবোধের ফাঁদে ফেলা ব্যক্তি : এই ধরণের মানুষ আপনার উদারতা ও দয়ালু স্বভাবকে আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে। আপনি যখন কোনো বিষয়ে 'না' বলেন বা নিজের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেন, তখন তারা আপনাকে দোষী অনুভব করায়। সরাসরি বা সততার সাথে কিছু চাওয়ার পরিবর্তে, তারা আপনাকে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য এবং আপনার সিদ্ধান্তগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অপরাধবোধের অস্ত্র ব্যবহার করে।

৬. ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি : আপনার সাফল্যে এই ধরণের মানুষেরা হিংসা বোধ করে। আপনার খুশিতে খুশি হওয়ার বদলে তারা হয়তো আপনার সাথে ঠান্ডা বা দূরত্ব বজায় রাখা আচরণ করতে পারে, নেতিবাচক মন্তব্য করতে পারে অথবা আপনার আনন্দকে মাটি করার চেষ্টা করতে পারে। তাদের এই হিংসা মূলত তাদের নিজেদের ভেতরের নিরাপত্তাহীনতা থেকে আসে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করতে পারে।

৭. পরনিন্দাকারী বা পরচর্চাকারী : একজন পরচর্চাকারী মানুষ সবার মনোযোগ কাড়তে বা নিজের প্রভাব খাটাতে অন্যের ব্যক্তিগত জীবনের গল্প বা গোপন কথা সবার সামনে ছড়িয়ে বেড়ায়। প্রথম দেখায় তাদের খুব বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু তারা যদি আপনার সামনে অন্যের নামে গীবত বা পরনিন্দা করতে পারে, তবে তারা অন্যের সামনে আপনার নামেও খারাপ কথা বলতে পারে। পরচর্চা মানুষের মধ্যকার বিশ্বাস নষ্ট করে এবং অহেতুক ঝামেলার সৃষ্টি করে।

৮. পরোক্ষভাবে আক্রমণাত্মক ব্যক্তি : একজন প্যাসিভ-অ্যাগ্রেসিভ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণাত্মক মানুষ তাদের রাগ সরাসরি প্রকাশ করে না। এর পরিবর্তে তারা ব্যঙ্গাত্মক কথা বা খোঁচা মেরে কথা বলা, হঠাৎ কথা বন্ধ করে দেওয়া , নকল প্রশংসা করা অথবা প্রশংসার আড়ালে অপমান করার মতো উপায় বেছে নেয়। এটি আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিভ্রান্তিকর করে তোলে, কারণ আপনি বুঝতে পারবেন যে কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু তারা কখনোই সরাসরি বা সততার সাথে কথা বলতে রাজি হবে না।

ফ্রিজের আঁশটে গন্ধ দূর করার ঘরোয়া টোটকা

গরমের দিনে বা বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ফ্রিজের মধ্যে মাছ, মাংস বা অন্যান্য রান্না করা খাবার রাখার পর অনেক সময়ই একটা তীব্র আঁশটে বা দুর্গন্ধ তৈরি হয়। অনেক সময় ফ্রিজ ভালো করে পরিষ্কার করার পরেও এই গন্ধ যেন কিছুতেই যেতে চায় না। এর ফলে ফ্রিজ খুললেই যেমন অস্বস্তি হয়, তেমনই ফ্রিজে রাখা দুধ বা জলের বোতলেও সেই গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

বাজারচলতি সুগন্ধী বা কেমিক্যাল স্প্রে ব্যবহার না করে রান্নাঘরের মাত্র তিনটি সাধারণ উপাদান দিয়েই ফ্রিজের এই জেদি আঁশটে গন্ধ দূর করা সম্ভব। জেনে নিন সেই কার্যকরী ঘরোয়া টোটকাগুলি।

ফ্রিজের দুর্গন্ধ তাড়াতে লেবুর জুড়ি মেলা ভার। একটি পাতিলেবু মাঝখান থেকে কেটে নিন। এবার কাটার অংশে কিছুটা নুন মাখিয়ে ফ্রিজের যেকোনও একটি কোণায় রেখে দিন। লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড ফ্রিজের ভেতরের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং আঁশটে গন্ধ শুষে নিয়ে একটি চমৎকার তাজা সুবাস এনে দেয়। ৩-৪ দিন পর পর লেবুর টুকরোটি বদলে ফেলুন।

রান্না ঘরের অত্যন্ত পরিচিত উপাদান বেকিং সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট গন্ধ শোষক হিসেবে দারুণ কাজ করে। ফ্রিজের গন্ধ দূর করতে একটি ছোট বাটিতে বা ছড়ানো পাত্রে ২-৩ চামচ বেকিং সোডা নিন। এবার বাটিটি ফ্রিজের মাঝামাঝি কোনও তাকে রেখে দিন। এটি ফ্রিজের ভেতরের অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও সমস্ত রকম তীব্র গন্ধ নিজের মধ্যে টেনে নেয়। সপ্তাহে একবার এই সোডা বদলে দিলেই ফ্রিজ থাকবে গন্ধমুক্ত। কফির কড়া সুবাস যেকোনও দুর্গন্ধকে নিমেষেই ঢেকে দিতে পারে। যদি ফ্রিজে মাছের চড়া গন্ধ হয়ে থাকে, তবে একটি ছোট পাত্রে কিছুটা কফি পাউডার রেখে ফ্রিজে রেখে দিন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রিজের আঁশটে গন্ধ উধাও হয়ে যাবে এবং কফির চমৎকার হালকা অ্যারোমা ফ্রিজজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে।

কেন অল্প বয়সে চুল পাকে

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মাথার মাঝে একটা-দুটো রুপোলি রেখা দেখে চমকে ওঠেননি, এমন মানুষ আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া কঠিন। অকালপক্কতা বা অল্প বয়সে চুল পেকে যাওয়া ইদানীং তরুণ প্রজন্মের এক বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বয়স বাড়লে চুলের গোড়ায় থাকা মেলানিন কমে যাওয়া এবং চুল সাদা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু কুড়ি বা তিরিশের কোঠায় পৌঁছানোর আগেই কেন এই দশা হচ্ছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, এর পেছনে লুকিয়ে রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু শারীরিক ও মানসিক কারণ। সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক গবেষণার সূত্রে বিশেষজ্ঞরা অসময়ে চুল পাকার পেছনে মূলত ৪টি কারণকে চিহ্নিত করেছেন।

১. লাগামহীন মানসিক চাপ বা স্ট্রেস আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানসিক চাপ বা স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে এই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ আপনার চুলের রঙের ওপর কতটা মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণে শরীরের স্বাভাবিক হরমোন চক্র ব্যাহত হয়, যা সরাসরি চুলের রঞ্জক উৎপাদনকারী কোষের ওপর থাবা বসায়। এর ফলে অনিদ্রা, উদ্বেগ এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা তৈরি হয়, যা পরোক্ষভাবে চুলের বারোটা বাজিয়ে দেয়। তবে আশার কথা হল, সঠিক লাইফস্টাইল ও যোগব্যায়ামের মাধ্যমে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে চুলের স্বাভাবিক রঙ কিছুটা হলেও ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে।

২. অটো-ইমিউন রোগ দ্বিতীয় কারণটি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় অটো-ইমিউন রোগ বলা হয়। যখন শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুলবশত নিজেরই সুস্থ কোষকে শত্রু ভেবে আক্রমণ করে, তখনই এই জটিলতা দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে শরীরের প্রতিরোধী কোষগুলো চুলের মেলানিন উৎপাদনকারী কোষকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে চুলের স্বাভাবিক পিগমেন্ট বা রঙ হারিয়ে যায় এবং চুল দ্রুত সাদা হতে শুরু করে।

৩. ভিটামিন বি-১২ এর অভাব শরীরের শক্তি বাড়াতে এবং রক্তের লোহিত কণিকা সতেজ রাখতে ভিটামিন বি-১২ অপরিহার্য। এই ভিটামিনটি চুলের বৃদ্ধি এবং এর স্বাভাবিক রঙ বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোহিত কণিকার মূল কাজ হল চুলের গোড়াসহ শরীরের সব অংশে সঠিক মাত্রায় অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া। শরীরে ভিটামিন বি-১২ এর ঘাটতি দেখা দিলে চুলের কোষগুলো প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না। ফলে চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অসময়ে চুল পেকে বুড়োটে ভাব চলে আসে।

৪. ধূমপানের অভ্যাস ধূমপানের সঙ্গে অকালপক্কতার একটি সরাসরি এবং মারাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যারা নিয়মিত ধূমপান করেন, তাদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর বয়সের আগেই চুল পেকে যাওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ীদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। ধূমপানের ফলে শরীরের রক্তনালীগুলো সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয়। তামাকের বিষাক্ত উপাদানগুলো চুলের কোষের মারাত্মক ক্ষতি করে, যা দ্রুত চুল পাকার পাশাপাশি চুল ঝরে পড়ার হারও বাড়িয়ে দেয়।

কাশ্মীরী আলুর দমের স্বাদ

বাঙালি আলুর দমে যেখানে পেঁয়াজ, রসুন আর টমেটো থাকে, আসল কাশ্মীরী আলুরদমের রেসিপি কিন্তু একেবারেই আলাদা। এখানে পেঁয়াজ-রসুনের চল নেই, বরং রান্নার মূল জাদু লুকিয়ে আছে হিং, মৌরি, আদা গুঁড়ো এবং টক দইয়ের যুগলবন্দীতে। রবিবারের স্পেশাল লাঞ্চ বা যেকোনো উৎসবের রাতে গরম গরম লুচি, পরোটা কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গে এই রাজকীয় পদটি পরিবেশন করতে পারেন।

যা যা লাগবে

ছোট আলু ৫০০ গ্রাম, টক দই (ভালো করে ফেটানো): ১ কাপ, সর্ষের তেল: ৪-৫ টেবিল চামচ, লবণ: স্বাদমতো, কাশ্মীরী লাল লঙ্কার গুঁড়ো: ২ টেবিল চামচ, মৌরি গুঁড়ো ১.৫ টেবিল চামচ (কাশ্মীরী রান্নার প্রধান সুবাস) আদা গুঁড়ো ১ চা চামচ, হিং: ১/৪ চা চামচ, গোটা জিরে: ১/২ চা চামচ, শাহী গরম মশলা গুঁড়ো: ১/২ চা চামচ, গোটা গরম মশলা (ফোড়নের জন্য), তেজপাতা: ১টি, দারুচিনি: ১ ইঞ্চি টুকরো, ছোট এলাচ: ৩-৪টি, লবঙ্গ: ৩টি, গোটা গোলমরিচ ৪-৫টি

এভাবে তৈরি করুন— প্রথমে আলুগুলো ভালো করে ধুয়ে খোসা সমেত বা খোসা ছাড়িয়ে সামান্য লবণ দিয়ে ভাপিয়ে নিন (খেয়াল রাখবেন যেন গলে না যায়, আধসেদ্ধ হবে)। এবার জল ঝরিয়ে একটি টুথপিক বা কাঁটাচামচ দিয়ে প্রতিটি আলুর গায়ে চারদিক থেকে ভালো করে ফুটো করে নিন, যাতে মশলা ভেতরে সহজে ঢুকতে পারে। কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। ধোঁয়া ওঠা গরম তেলে সেদ্ধ আলুগুলো দিয়ে মাঝারি আঁচে লালচে ও মুচমুচে করে ভেজে তুলে রাখুন। একটি পাত্রে ফেটানো টক দইয়ের সাথে কাশ্মীরী লাল লঙ্কার গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো এবং আদা গুঁড়ো (শুঁঠ) খুব ভালো করে মিশিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করে রাখুন। আলু ভাজার পর কড়াইতে যে তেল থাকবে, তা কিছুটা কমিয়ে ২-৩ চামচ তেল রাখুন। আঁচ কমিয়ে তেলে প্রথমে গোটা জিরে, তেজপাতা এবং গোটা গরম মশলা (এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ) ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে হিং যোগ করুন। এবার আঁচ একদম বন্ধ করে দিন বা ধিমে আঁচে রাখুন (যাতে দই ফেটে না যায়)। কড়াইতে দই ও মশলার মিশ্রণটি ঢেলে দিন এবং অনবরত নাড়তে থাকুন। মশলা থেকে তেল আলাদা হতে শুরু করলে ভাজা আলুগুলো কড়াইতে দিয়ে দিন। স্বাদমতো লবণ দিন। মশলার সাথে আলু ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আধ কাপ ইষদুষ্ণ গরম জল দিন। এবার কড়াইটি একটি ভারী ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। আঁচ একদম কমিয়ে ১০-১২ মিনিট 'দমে' রাখুন, যাতে আলুর ভেতরে সমস্ত মশলার রস ঢুকে যায়। ঢাকনা খুলে ওপর থেকে শাহী গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। গ্রেভি ঘন হয়ে আলুর গায়ে মাখামাখা হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে ৫ মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখুন।

বিধায়ক ও মেয়র দীপক মজুমদারের উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ প্রবীণ প্রাক্তন মন্ত্রী এখন ঋতব্রত শিবিরে, সর্বশেষ যোগ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ৫ জুলাই(আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে গোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে প্রায় সব হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রীই এখন তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ''বিদ্রোহী সংখ্যাগরিষ্ঠ'' শিবিরে যোগ দিয়েছেন। সর্বশেষ এই তালিকায় নাম যুক্ত হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) তথা দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের।

শনিবার দুপুরে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দলের সব পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপরই তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরের সঙ্গে বৈঠক করেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দাবি, বিদ্রোহী শিবির কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ের দখল নেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এরপর তাঁর পক্ষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে থাকা আর সমীচীন নয় বলেই তিনি মনে করেন।ইস্তফার পর তিনি অভিযোগ করেন, অর্থ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) থাকাকালীন তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের যোগদানের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগের মন্ত্রিসভার প্রায় পুরোটাই এখন বিদ্রোহী সংখ্যাগরিষ্ঠ শিবিরে রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ আহমেদ খান, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, শিউলি সাহা এবং অরূপ রায়।

এঁদের মধ্যে ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ আহমেদ খান, শিউলি সাহা এবং অরূপ রায় এখনও বিধায়ক। এছাড়া হাওড়া (মধ্য) কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক অরূপ রায়কে গত মাসে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নবগঠিত ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির (এনডব্লিউসি) চেয়ারম্যান করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেননি। তবে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত এই দুই নেতা এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবেন, নাকি রিতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেবেন সে বিষয়েও কোনও অবস্থান স্পষ্ট করেননি।

প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রও এখনও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছেন।

বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য ঘোষণা করে চলা একমাত্র হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক হলেন মদন মিত্র। তাঁকে একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের 'সবচেয়ে বর্ণময় ব্যক্তিত্ব' বলে উল্লেখ করেছিলেন। শনিবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ইস্তফার পর এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে কাউকে নিয়োগ করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এনডিএ শরিকদের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি সভাপতি নীতিন নবীন, ২০২৭ উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনকে সামনে রেখে জোর সংগঠন মজবুত করার ওপর

লখনউ, ৫ জুলাই (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির সাংগঠনিক তৎপরতা আরও জোরদার করতে এনডিএ-র শরিক দলগুলির নেতা এবং দলের প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন।

দুই দিনের লখনউ সফরে নীতিন নবীন এনডিএ-র শরিক দলের নেতাদের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। বৈঠকে জোটকে আরও শক্তিশালী করা, সংগঠনের বিস্তার এবং টানা তৃতীয়বার উত্তরপ্রদেশে এনডিএ সরকার গঠনের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়।

নীতিন নবীন দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি আগের সব নির্বাচনী রেকর্ড ভেঙে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা তৃতীয়বার সরকার গঠন করবে।

তিনি বলেন, অতীতের তুলনায় আরও বড় জয় পাবে বিজেপি এবং এনডিএ জোট 'বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা' নিয়ে আবারও উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরবে। জোটের শরিকদের মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করার ওপরও জোর দেন তিনি।

নীতিন নবীন বলেন, বিজেপি এবং এনডিএ-র সব শরিক দল উত্তরপ্রদেশকে ''উত্তম প্রদেশ'' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। তাঁর দাবি, ২০১৭ সাল থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উন্নয়ন, সুশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন কাজ করেছে।

তিনি বলেন, 'আমাদের নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মানুষের সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করেছেন। আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে।'

সমাজবাদী পার্টির ''পিডিএ'' প্রচারকে নিশানা করে বিজেপি সভাপতি বলেন, বিরোধীরা জাতপাতের রাজনীতি এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তবে উত্তরপ্রদেশের মানুষ এখন সেই কৌশল বুঝে গিয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

এর আগে তিনি পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত সাহিত্যিক বিদ্যা বিন্দু সিংহের হজরতগঞ্জের বাসভবনে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। দুই দিনের লখনউ সফরের শুরুতে নীতিন নবীন উত্তরপ্রদেশে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গে চা-চক্রে মিলিত হন। সেখানে ২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের সম্প্রচারে ডিউরেক্সের বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রশ্ন কীর্তি আজাদের, জবাব চাইলেন বিসিসিআই-এর কাছে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (আইএএনএস): ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচারের সময় ডিউরেক্সের একটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত বিজ্ঞাপন দেখানো নিয়ে প্রশ্ন তুললেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কীর্তি আজাদ। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)-এর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। প্রয়োজনে সংসদেও এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলে সতর্ক করেছেন তিনি।

ম্যাচ চলাকালীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এও বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেন কীর্তি আজাদ। তাঁর বক্তব্য, যে ম্যাচ লক্ষ লক্ষ শিশু পরিবারের সঙ্গে বসে দেখে, সেই সম্প্রচারে এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেখানো অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

আইএএনএস-কে কীর্তি আজাদ বলেন, 'এটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন। ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুরাও বাবা-মায়ের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ দেখে। আমাদের দেশে ক্রিকেটকে ধর্মের মতো মনে করা হয়। আমি যখন ম্যাচটি দেখছিলাম, তখন প্রায় ৪৪ কোটি মানুষ দেখছিলেন। সেই সময় এই ধরনের একটি বিজ্ঞাপন দেখানো হয়।'

তিনি বলেন, এ ধরনের বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের ফলে অভিভাবকরা অস্বস্তিতে পড়েন এবং শিশুরা বিষয়টি না বুঝে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে।

তাঁর কথায়, 'বাবা-মায়েরা বুঝতে পারেন না কীভাবে বিষয়টি সামলাবেন। শিশুরা জানতে চায় এটি কী। এর ফলে তাদের মনে কী প্রভাব পড়বে? এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিসিসিআইকে এর জবাব দিতে হবে। তারা কীভাবে এ ধরনের বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের অনুমতি দিচ্ছে?'

কীর্তি আজাদ আরও প্রশ্ন তোলেন, যখন মদ ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, তখন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত এই ধরনের বিজ্ঞাপন কেন সম্প্রচার করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'মদ ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ, সেটাই হওয়া উচিত। তাহলে প্রাপ্তবয়স্কদের বিজ্ঞাপন কেন? তাও আবার ওভারের মাঝখানে। এর বৈধতা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠছে।'

তবে তিনি এই মুহূর্তে আইনি পদক্ষেপের দাবি করেননি। তাঁর মতে, প্রথমে বিসিসিআই-র বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত। তবে প্রয়োজন হলে সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলেও জানান তিনি। ম্যাচ চলাকালীন এক্স-এ করা পোস্টে কীর্তি আজাদ লেখেন, 'ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত-ইংল্যান্ড আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ সরাসরি দেখছে শিশুরাও। এমন সময় ডিউরেক্সের একটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্ধারিত বিজ্ঞাপন দেখানো কি লজ্জাজনক নয়? বিসিসিআই বিষয়টি নজরে নিক।' প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় বিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

এর থেকে খারাপ সময় আসা সম্ভব নয়! হারের হ্যাটট্রিকের পর এক জনকেই দায়ী করলেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স

ইংল্যান্ডের ইনিংসের ১৫ ওভারের পরেও শ্রেয়স আয়ার ভেবেছিলেন, অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচ জিতবেন। কিন্তু তাঁর আশা শেষ করে দিলেন জেকব বেথেল। তাঁর অপরাজিত ৭৬ রানের ইনিংসে জিতল ইংল্যান্ড। কিন্তু এই হারের জন্য রবি বিশ্নোইয়ের একটি ওভারকেই দায়ী করেছেন শ্রেয়স। সরাসরি দোষ না দিলেও তাঁর নিশানায় রয়েছেন বিশ্নোই।

ইংল্যান্ডকে জিততে শেষ ২৪ বলে দরকার ছিল ৪৯ রান। খুব কঠিন লক্ষ্য না হলেও ম্যাঞ্চেস্টারের বড় মাঠে তা করা খুব সহজও ছিল না। কিন্তু ১৭তম ওভারে ২৯ রান দেন বিশ্নোই। সেখানেই খেলা ঘুরে যায়। খেলা শেষে শ্রেয়সকে হারের কারণ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, আমরা সকলেই জানি কোথায় হেরেছি। কিন্তু সরাসরি কাউকে দায়ী করতে চাই না।" এ কথা বলার পরেও ঘুরিয়ে বিশ্নোইয়ের দিকেই আঙুল তোলেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, "আমি ভেবেছিলাম, প্রথম বলে নো করার পর ও ফিরে আসবে। কিন্তু পারল না। ওই ওভারটাই আমাদের হারিয়ে দিল। আশা করি ও শিক্ষা নেবে।" ইংল্যান্ডের জয়ের কৃতিত্ব দু'জনকে দিয়েছেন শ্রেয়স।

খওয়াজা আসিফ মানসিকভাবে অস্থিতিশীল, মন্তব্যে কড়া জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সেশেলসের সর্বোচ্চ পরিবেশ সম্মান প্রদান নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খওয়াজা আসিফের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে ভারত। সরকারি সূত্রের দাবি, খওয়াজা আসিফ 'মানসিকভাবে অস্থিতিশীল' এবং তাঁর বর্তমান দায়িত্বে থাকা থেকেই আজকের পাকিস্তানের পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটে।

এক সরকারি সূত্র আইএএনএস-কে জানিয়েছে, 'খওয়াজা আসিফ মানসিকভাবে অস্থিতিশীলএটি সর্বজনবিদিত। তাঁকে যে বর্তমান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটিই আজকের পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। স্পষ্টতই তাঁর করার মতো কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই, তাই যে বিষয় সম্পর্কে তাঁর সামান্যও ধারণা নেই, তা নিয়ে তিনি হাস্যকর মন্তব্য করে সময় কাটান। ঈর্ষা কখনও ভালো প্রেরণা হতে পারে না, বিশেষ করে এমন একজনের ক্ষেত্রে, যিনি ঘৃণাত্মক বক্তব্যে অভ্যস্ত।'

প্রধানমন্ত্রী মোদি সেশেলসের সর্বোচ্চ পরিবেশ সম্মান পাওয়ার পর তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খওয়াজা আসিফ। এরপরই ভারতের তরফে এই কড়া প্রতিক্রিয়া আসে।

গত ২৮ জুন প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সেশেলসের সর্বোচ্চ পরিবেশ সম্মান ''গার্ডিয়ান অব দ্য ব্লু হরাইজন''-এ ভূষিত করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়।

সম্মান গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বের সব দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, ভারত ও সেশেলসের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তির প্রেক্ষাপটে এই স্বীকৃতি দুই দেশের বিশেষ বন্ধুত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) জানিয়েছে, সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদির দীর্ঘদিনের উদ্যোগইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স, মিশন লাইফ, ''এক পেড় মা কে নাম'', ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, টেকসই উন্নয়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির ভূমিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ধারাবাহিকতায় এটিই সর্বশেষ সম্মান। এর আগে চলতি বছরের মে মাসে ইতালির রোমে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-র সদর দফতরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে সংস্থার সর্বোচ্চ সম্মান ২০২৬ অ্যাগ্রিকোলা মেডেল প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০১৮ সালে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে অবদানের জন্য তিনি সিউল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। একই বছরে রাষ্ট্রসংঘের তৎকালীন মহাসচিব আন্তোনিও গুটেরেস-এর হাত থেকে নীতিগত নেতৃত্বের জন্য ''চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ'' পুরস্কারও গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির-কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এফআইআর

কলকাতা, ৫ জুলাই (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ''সেবাশ্রয়'' স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় এফআইআর দায়ের হয়েছে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় স্থানীয় বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি)-এর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর একাধিক ধারার পাশাপাশি ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০, প্রি-কনসেপশন অ্যান্ড প্রি-নাটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিকস (পিসিপিএনডিটি) আইন, ১৯৯৪, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি) আইন, ২০১৯ এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি) আইন, ২০১৭-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।

অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন পলাতক বলে দাবি করা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুমিত রায়, ফলতা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান এবং প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। এছাড়াও অয়ন ঘোষ দস্তিদার, শামিম আহমেদ, গৌতম অধিকারী, মেহবাবুর গায়েন, নবকুমার বেতাল, বাবন গাজি-সহ একাধিক ব্যক্তি ও কয়েকটি সংগঠনের নাম এফআইআরে রয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন আয়োজক, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সরকারি কর্মচারীকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নিজের ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ''সেবাশ্রয়'' কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়ও এই উদ্যোগের সম্প্রসারণ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ''সেবাশ্রয়'' এবং ''সেবাশ্রয় ২'' স্বাস্থ্য শিবিরকে ঘিরে মোট ১৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই শনিবার রাতে বিষ্ণুপুর থানায় দ্বিতীয় এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, স্বাস্থ্য শিবিরের মূল আয়োজক হিসেবে চার্জশিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে। জননেতা হিসেবে এই কর্মসূচির পরিকল্পনা, পরিচালনা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের অর্থের উৎসও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই মামলায় অভিযুক্ত জাহাঙ্গির খান এবং দিলীপ মণ্ডল ইতিমধ্যেই পৃথক মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন।

এর আগে গত ২ জুলাই ডায়মন্ড হারবার থানায় এই ঘটনায় প্রথম এফআইআর দায়ের হয়। অভিযোগকারীদের দাবি ছিল, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় এবং একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। এমনকি ওষুধ ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি, যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যরা পরিকল্পিতভাবে অননুমোদিত চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা করেছেন এবং প্রতারণা, জালিয়াতি, বেআইনি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান, ওষুধ ও রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জামের অবৈধ ব্যবহারের মতো অপরাধে জড়িত।

তবে এই ঘটনায় প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মণিপুরের খসড়া ভোটার তালিকায় ফের পুরুষদের ছাপিয়ে মহিলা ভোটার বেশি

ইম্ফল, ৫ জুলাই (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর রবিবার প্রকাশিত মণিপুরের খসড়া ভোটার তালিকায় ফেরও পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) অরুণ কুমার সিনহা জানান, ১ জুলাই, ২০২৬-কে যোগ্যতার নির্ধারিত তারিখ ধরে প্রস্তুত করা খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী মণিপুরে মোট নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ১৯, ৩৪,৩৯৯। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ৯,৯৩,৬৬০ জন, পুরুষ ভোটার ৯,৪০,৪৪৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯৩ জন।

তিনি জানান, খসড়া ভোটার তালিকায় প্রতি ১,০০০ জন পুরুষ ভোটারের বিপরীতে মহিলা ভোটারের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ১,০৫৭, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী, ১৮ থেকে ১৯ বছর বয়সি নতুন ভোটারের সংখ্যা ২০,৪৪২।

সিইও জানান, পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ার পর বিভিন্ন কারণে মোট ১,৫৮,৬৭৭ জন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যা মোট ভোটারের ৭.৫৮ শতাংশ। এর মধ্যে ৪৩ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে, ৩৪,৭৪০ জনের খোঁজ মেলেনি বা তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন এবং ৭২,৪৭৩ জন স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য কারণেও কিছু নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ৮৫টি নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরি হওয়ায় রাজ্যে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,০৪১।

দাবি ও আপত্তি গ্রহণ, যাচাই-বাছাই এবং নিষ্পত্তির পর আগামী ৬ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

অরুণ কুমার সিনহা জানান, ৫ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি গ্রহণের সময়সীমার মধ্যে যে কোনও ভোটার বা স্বীকৃত রাজনৈতিক দল যোগ্য ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাতে পারবেন। একইসঙ্গে অযোগ্য ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়ার আবেদনও করা যাবে।

তিনি বলেন, এই পর্যায়ের মূল উদ্দেশ্য হল ১ জুলাই, ২০২৬ বা তার আগে ১৮ বছর পূর্ণ করা সকল নতুন যোগ্য নাগরিক এবং পূর্বে বাদ পড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করা।

এ জন্য ৬০ জন ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং ৮৪ জন সহকারী ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা পড়া দাবি ও আপত্তিগুলি খতিয়ে দেখবেন।

এছাড়া ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্যের ভুল সংশোধনের সুযোগ দেওয়া এবং ভোটার তালিকায় ভুলভাবে অন্তর্ভুক্ত নামের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর সুযোগও এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি।

সিইওর দাবি, রাজ্যের ১৬টি জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক, ৬০ জন ইআরও, ৮৪ জন এইআরও, ৩১৭ জন বিএলও সুপারভাইজার এবং ২,৯৫৬ জন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-এর সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের কাজে স্বেচ্ছাসেবীরাও সহায়তা করেছেন।

তিনি আরও জানান, স্বীকৃত ১০টি রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতি-সহ মাঠপর্যায়ের প্রতিনিধিরাও সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে মোট ৬,৩৬৩ জন বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) নিয়োগ করা হয়।

সিনহা বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর সময় রাজ্যে মাত্র ৫,০০৩ জন বিএলএ ছিলেন। বর্তমানে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণেরই প্রমাণ।

তিনি জানান, বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের মধ্যে গণনা ফর্ম বিতরণ করেন এবং পরে অন্তত তিন দফায় গিয়ে পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করেন।

পাশাপাশি বিএলএরাও যাতে কোনও যোগ্য ভোটার বাদ না পড়েন, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অনুপস্থিত, অন্যত্র স্থানান্তরিত, মৃত এবং ডুপ্লিকেট ভোটারদের তথ্য যাচাই করতে প্রতিটি বিএলও তাঁদের সংশ্লিষ্ট বিএলএদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করেন। এছাড়া ভোটারদের গণনা ফর্ম পূরণে সহায়তা করতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর এবং ১৬টি জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্রও খোলা হয়।

রবিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআইয়ের উদ্যোগে একদিবসীয় কনভেশনের আয়োজন করা হয়।

কুমারঘাটে কৃষকদের হাতে পাওয়ার উইডার তুলে দিল কৃষি দপ্তর, আধুনিক কৃষির ওপর জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৫ জুলাই: কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কুমারঘাট কৃষি ও উদ্যানপালন দপ্তরের উদ্যোগে মহকুমার কৃষকদের মধ্যে পাওয়ার উইডার বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পাবিয়াছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস।অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের হাতে আধুনিক কৃষিযন্ত্র পাওয়ার উইডার তুলে দেওয়া হয়। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিকাজকে আরও সহজ, দ্রুত ও ব্যয়সাশ্রয়ী করে তোলার পাশাপাশি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করাই মূল লক্ষ্য।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, কৃষকদের হাতে আধুনিক কৃষিযন্ত্র তুলে দেওয়ার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, সময় ও শ্রমের সাশ্রয় এবং কৃষকদের আর্থিকভাবে আরও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে।তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃষকদের উন্নয়ন এবং আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করে চলেছে। কৃষকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং কৃষিক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।অনুষ্ঠিতে উপস্থিত কৃষকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জানান, আধুনিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ তাঁদের কৃষিকাজকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রম ও সময় সাশ্রয়েও এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রামচন্দ্রঘাটে দুই দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত কর্মশালা, শিক্ষার্থীদের হাতে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: সাউথ এশিয়ান ফ্র্যাটারনিটির উদ্যোগে এবং সংগীত নৃত্য সোসাইটির অনুমোদনপ্রাপ্ত মধুনিক্কন নৃত্য ও সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় রামচন্দ্রঘাট আনন্দমার্গ স্কুলে দুই দিনব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ ও ৫ জুলাই আয়োজিত এই কর্মশালায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংগীত নৃত্য সোসাইটির সম্পাদিকা শিবানী গোস্বামী। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন মধুনিক্কন নৃত্য ও সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র, রামচন্দ্রঘাট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জাগৃতি গোপ।

দুই দিনের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন রাগ, স্বরচর্চা, তাল-লয় এবং সংগীতের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আয়োজকদের মতে, ছোটবেলা থেকেই শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করাই ছিল এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

রবিবার কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীর হাতে সাউথ এশিয়ান ফ্র্যাটারনিটির পক্ষ থেকে মেডেল ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে সংগীতচর্চা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান এবং এ ধরনের কর্মশালা আগামী দিনেও নিয়মিত আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াইয়ে রুটিন তল্লাশিতে চল্লিশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, অটোচালক আটক

খোয়াই, ৫ জুলাই: খোয়াই থানার পুলিশের নিয়মিত তল্লাশি অভিযানে বড়সড় সাফল্য মিলেছে। রুটিন চেকিং চলাকালীন একটি ব্যাটারিচালিত অটো থেকে প্রায় চল্লিশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় অটোচালককে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৃষ্ণধন সরকার সংবাদমাধ্যমকে জানান, নিয়মিত নাকা তল্লাশির সময় সন্দেহজনকভাবে একটি ব্যাটারিচালিত অটোকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। টিআর০৪ত্ত সি ত্ত২৮৯৮ নম্বরের অটোটির পেছনের ইঞ্জিন চেম্বারে বিশেষভাবে লুকিয়ে রাখা অবস্থায় ২০টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

পরে প্যাকেটগুলো খুলে দেখা যায়, সেগুলোর মধ্যে মোট ৪০ কেজি শুকনো গাঁজা রয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ঘটনাস্থল থেকেই অটোচালককে আটক করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে উদ্ধার হওয়া গাঁজাগুলো পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, গাঁজার চালান কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার পর আটক চালকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খোয়াই থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের বাজারমূল্য এবং পাচারচক্রের নেটওয়ার্ক সম্পর্কেও তদন্তে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

২২ জুলাই শুরু ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলা, দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ হবে এক হাজার গাছের চারা

আগরতলা, ৫ জুলাই: আগামী ২২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি মেলা। এবারের মেলাকে আরও আকর্ষণীয় ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে একাধিক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আয়োজক কমিটি। এর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রায় এক হাজার গাছের চারা বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রবিবার চতুর্দশ দেবতা বাড়ি সংলগ্ন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, মণ্ডল সভাপতি রাজেশ ভৌমিকসহ মেলা কমিটির সদস্য ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা এবারের খার্চি মেলার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের মেলায় পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ‘এক পেড় মা কে নাম’ শীর্ষক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেলার দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রায় এক হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হবে এবং বৃক্ষরোপণে সবাইকে উৎসাহিত করা হবে।

এছাড়াও, মেলা যাতে শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকেও নিরাপত্তা, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। প্রতিবছরের মতো এবারও খার্চি মেলায় রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন আয়োজকরা।

বেহাল ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়ক, এরারপাড়—মানিকভান্ডার—লাম্বুছড়া—আনন্দবাজার অংশে চরম দুর্ভোগ, দ্রুত সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের এরারপাড়—মানিকভান্ডার—লাম্বুছড়া—আনন্দবাজার—শ্রীরামপুর অংশ। বড় বড় গর্ত, ভাঙাচোরা রাস্তা এবং বর্ষার পানিতে তলিয়ে থাকা বিভিন্ন অংশের কারণে সড়কটি এখন কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বহুবার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরেও আনা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সংস্কারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিন এই সড়ক ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এই জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্স, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল, পণ্যবাহী ট্রাকসহ শত শত যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিটি যাত্রাই এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যানবাহনের যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে মেরামতের খরচ, সময়ের অপচয় এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বৃষ্টির পানিতে রাস্তার গর্ত ঢেকে যাওয়ায় চালকদের পক্ষে কোনটি রাস্তা আর কোনটি গভীর গর্ত তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ছোট-বড় দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিয়মিত কর আদায় করা হলেও রাস্তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই প্রতিফলন দেখা যায় না। তাঁদের বক্তব্য, একটি জাতীয় সড়কের এমন বেহাল চিত্র প্রশাসনিক অবহেলারই পরিচয় বহন করে। স্থানীয় বাসিন্দা ও যানবাহন চালকদের একটাই দাবিআর আশ্বাস নয়, অবিলম্বে ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের এই অংশের স্থায়ী সংস্কার কাজ শুরু করতে হবে। তাঁদের আশঙ্কা, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই ঘটনার দায়ভার কে নেবে, সেই প্রশ্নই এখন তুলছেন এলাকাবাসী।

বিলোনিয়ায় গডসপ্ল্যানের উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, অংশ নিল ১১৮ জন খুদে শিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ জুলাই: সামাজিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় অষ্টম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে গডসপ্ল্যান সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

সকাল ৮টা থেকে প্রতিযোগীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সকাল ৯টায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। চারটি বিভাগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ‘যেমন খুশি আঁকো’, ‘প্রাকৃতিক দৃশ্য’, ‘প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা’ এবং ‘সমাজ উন্নয়নে প্রযুক্তি’।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খুদে শিল্পীরা নিজ নিজ বিষয়কে রঙ-তুলির মাধ্যমে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন। সকাল থেকেই প্রতিযোগিতাস্থলে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অভিভাবকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংস্থার সম্পাদক অনির্বাণ সাহা জানান, এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১১৮ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিচারকদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগ থেকে পাঁচজন করে মোট ২০ জন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গডসপ্ল্যান সামাজিক সংস্থার সহ-সভাপতি গৌতম সরকার, সম্পাদক অনির্বাণ সাহা, ম্যানেজার ঋতেশ সাহা এবং সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিশুদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই প্রতিবছর এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও নেশামুক্ত সমাজের দাবিতে ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দাবি এবং নেশার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বানকে সামনে রেখে ডিওয়াইএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে বড়দোয়ালি কৃষ্টি ভবনে এক বিভাগীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ‘শিক্ষা ও কাজের দাবিতে, নেশার বিরুদ্ধে লড়াই তীব্র করুনডিওয়াইএফআই-এর সদস্য হোন’ এই স্লোগানকে সামনে রেখেই আয়োজন করা হয় কর্মসূচির।

ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সভাপতি গৌতম ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ডিওয়াইএফআই-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সর্বভারতীয় নেতা সপ্তর্ষি দেব, পশ্চিমবঙ্গের যুব নেত্রী সোনামনি টুডু এবং ডুকলি বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক শুভংকর মজুমদার।

বক্তারা বর্তমান সময়ে যুব সমাজের সামনে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মাদকাসক্তির মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি যুব সমাজকে নেশামুক্ত, সচেতন ও সমাজ গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কনভেনশনে ডুকলি বিভাগের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের ভগৎ সিংয়ের প্রতিকৃতি সম্বলিত স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এছাড়াও মানবিক উদ্যোগ হিসেবে হাপানিয়া এলাকার অসুস্থ শিশু মনুশ্রী চৌধুরীর পরিবারের চিকিৎসা সহায়তার জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করা হয় এবং তা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

২০ ফুট খাদে গাড়ি!

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে গাড়িতে থাকা যাত্রীদের উদ্ধারের কাজ চালানো হয়। তবে গাড়িতে ঠিক কতজন ছিলেন এবং দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

প্রাথমিক অনুমান, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষা করা হচ্ছে।

পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন

● প্রথম পাতার পর

যায়নি। নাবালিকার পরিবার প্রশাসনের কাছে দ্রুত মেয়েকে উদ্ধার এবং অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তিতে

● প্রথম পাতার পর

স্বাধীনতাকে সুরক্ষিতও করেছেন।’

ভাষণে তিনি কোরিয়ার যুদ্ধের প্রবীণ সেনা মেরিন কর্পোরাল প্যাট ফিন, প্রাইভেট ফার্স ক্লাস রুডি মিকিন্স এবং প্রবীণ সেনা সনি রে-সহ একাধিক যুদ্ধবীরকে সম্মান জানান।

এছাড়া বার্লিন প্রাচীরের ’’চেকপয়েন্ট চার্লি’’-তে ওড়ানো শেষ মার্কিন পতাকাগুলির একটি প্রদর্শন করে ট্রাম্প বলেন, এটি পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসনের অবসানের প্রতীক।

তিনি বলেন, ’স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস একসময় হাতুড়ি-হাঁসুয়ার প্রতীককে ইতিহাসের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। প্রয়োজন হলে আবারও তা করবে। যদিও আমার বিশ্বাস, এবার তার প্রয়োজন হবে না, কারণ মানুষ শিক্ষা পেয়েছে।’

ভাষণের পুরোটা জুড়েই ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসকে দেশের প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ পুনর্ব্যক্ত করার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বারবার যুক্তরাষ্ট্রকে ’স্বাধীনতার দেশ’ এবং ’মুক্তির ভূমি’ বলে উল্লেখ করেন।

যুবশক্তিকে নিয়ে গর্বিত

● প্রথম পাতার পর

এটাই তাঁর প্রথম গুজরাট সফর।

এছাড়া ঝাড়খণ্ডের গিরিডিহ জেলার এক মহিলা কর্মী প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তিনি বিরনির কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আইটিআই-তে প্রশিক্ষণ নেন। পরে সিজি সেমিতে চাকরি পান। এই চাকরির সুবাদে বিদেশ সফরের সুযোগও তাঁর হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আইটিআই-তে পড়াশোনাকে মানুষ কি এখনও ততটা গুরুত্ব দেয় না? উত্তরে ওই কর্মী বলেন, গ্রামের মানুষ প্রথমে মনে করতেন, তিনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন না।

তিনি বলেন, ’আগে সবাই ভাবত, আমি গ্রামের মেয়ে, বাইরে পড়তে গিয়ে শুধু সময় নষ্ট করছি। রাঁচিতে থাকাকালীনও অনেকে তাই বলতেন। কিন্তু এখন সবাই বুঝতে পারছেন, আমি সত্যিই কিছু করতে পেরেছি।’

শনিবার প্রধানমন্ত্রী সানন্দে সিজি সেমির ওস্যাট কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যেই এই কারখানায় বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে।

প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে নির্মিত এই প্রকল্পটি ’’ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন’’-এর আওতায় উৎপাদন শুরু করা দেশের তৃতীয় সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্র।

এই কারখানায় মূলত অটোমোবাইল, শিল্প এবং ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স খাতের জন্য সেমিকন্ডাক্টর চিপের প্যাকেজিং ও পরীক্ষার কাজ হবে। এর ফলে দেশের নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর শিল্প আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ কর্মীদের আত্মবিশ্বাস তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের লক্ষ্য চিপ ডিজাইন, উৎপাদন, প্যাকেজিং এবং পরীক্ষাকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা, যা দেশের উন্নত ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন সক্ষমতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জিবি’র চিকিৎসকদের প্রাইভেট

● প্রথম পাতার পর

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীরজিৎ সিনহা সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, জিবি হাসপাতাল ও আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত নয় এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালগুলিতে এমন পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও জনবল নেই, যার মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ বন্ধ করে সব রোগীকে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। তাঁর দাবি, প্রতিদিন বহু মানুষ চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাই এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত।

এছাড়া রাজ্য সরকারের কার্যক্রম নিয়েও সমালোচনা করে বীরজিৎ সিনহা অভিযোগ করেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি চলছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মানও ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন চিকিৎসক হওয়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি হবে বলে মানুষ আশা করেছিল, কিন্তু বাস্তবে সাধারণ মানুষ কাঙ্ক্ষিত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

তিনি আরও জানান, সরকার যদি দ্রুত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে, তাহলে কংগ্রেস এবং সর্বভারতীয় পঞ্চায়েত পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

উল্লেখ্য, চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন মহলে মতভেদ দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছে যে, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর ও রোগীকেন্দ্রিক করে তোলাই এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য।

বিশালগড়ে গভীর রাতে রাস্তায় পরিবারের উপর হামলা, ছিনতাই, নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তের অগ্রগতিতে রবিবার দুপুরে বিশালগড়ে সংঘটিত এই ছিনতাই ও অপহরণকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে রঘুনাথপুর রেলস্টেশন এলাকা থেকে পায়েল আলম ও জুয়েল মিয়া নামে দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি একটি স্করপিও গাড়িও আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা এবং নিখোঁজ গাড়িচালকের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় ও আশপাশের এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলেও তা নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঘটনার প্রকৃত কারণ, ছিনতাইয়ের পরিমাণ এবং গাড়িচালকের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বর্তমানে নিখোঁজ চালককে উদ্ধার, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ এবং পুরো ঘটনার রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

বিরল রোগে আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

মানশ্রীর পরিবার মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে মানশ্রীর দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কামনা করেছে পরিবার। রাজ্য সরকারের আশ্বাস, জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা এবং সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মনশ্রীর সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আশা আরও জোরালো হয়েছে।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রাজ্যের কন্যা মানশ্রী দেবনাথের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থ। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে রবিবার বাধারঘাটস্থিত বাসভবনে যান রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

সাংসদ মানশ্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। এসময় তিনি মনশ্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন এবং পরিবারের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এছাড়াও, মানশ্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র পরিবারের হাতে তুলে দেন। দ্রুত আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন।

এই মানবিক উদ্যোগে মানশ্রীর পরিবার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকলের কাছে মানশ্রীর দ্রুত সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ ও প্রার্থনা কামনা করেন।

অপরদিকে, বিরল রোগে আক্রান্ত হাপানিয়া এলাকার শিশু মনুশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য যখন রাজ্যজুড়ে সহায়তার আবেদন জানানো হচ্ছে, তখন মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মধুপুর এলাকার স্কুল শিক্ষক অপূর্ব সরকার। নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি মনুশ্রীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

জানা গেছে, বিরল রোগে আক্রান্ত মনুশ্রীর উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রায় ১৮ কোটি টাকারও বেশি। বিপুল এই অর্থের সংস্থান পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরিবারের আবেদনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, বিভিন্ন সংগঠন ও শুভানুধ্যায়ীরা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এই উদ্যোগে সামিল হয়ে বাইদ্যাদিঘী সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অপূর্ব সরকারও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, মনুশ্রীর মা-ও একজন স্কুল শিক্ষিকা। একজন শিক্ষক হিসেবে সহকর্মীর পরিবারের এই কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানো নিজের নৈতিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, সমাজের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষক সমাজ যদি নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসেন, তাহলে মনুশ্রীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা অনেকটাই সহজ হবে। মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সবাইকে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানান তিনি।

মানবিক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, এভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এগিয়ে এলে মনুশ্রীর উন্নত চিকিৎসার পথ আরও সুগম হবে।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে বীর বল্লভ

● আটের পাতার পর

নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের সম্মাননা ও মেধাবৃত্তি শুধু তাঁদের উৎসাহিতই করে না, ভবিষ্যতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের প্রেরণাও জোগায়। পাশাপাশি সমাজে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মেধার যথাযথ মূল্যায়নে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুষ্ঠানের শেষে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন উপস্থিত অতিথিরা এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেয় নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি।

রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে

● আটের পাতার পর

চন্দন চন্দ, সভাপতি বাবুল রায় এবং ক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

চারা গাছ রোপণের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গাছ লাগালেই দায়িত্ব শেষ হয় না, প্রতিটি গাছের সঠিক পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমাদের সকলের নিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ‘মায়ের নামে একটি গাছ’ রোপণের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবসহ রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ নিয়মিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। অনুষ্ঠানের শেষে পরিবেশ সংরক্ষণে সকলকে আরও বেশি করে বৃক্ষরোপণ এবং রোপিত গাছের পরিচর্যায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য

● আটের পাতার পর

প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব ১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে ৩ দিনের রাজ্য সফরে আসেন। তিনি উনকোটি জেলা, উত্তর জেলা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং সিপাহিজলা জেলা সফর করেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস সহ স্বাস্থ্য দফতরের অন্যান্য আধিকারিকগণ। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

সি-ডিভিশন সুপার লীগে সুখ দয়ালের গোলে জম্পুইজলার রোমাঞ্চকর জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (টিএফএ) পরিচালিত সি ডিভিশন সুপার লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জয় তুলে নিল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। সিমনা তামাকারি ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে ১-০ গোলের ব্যবধানে জয় পায় তারা। পুরো ম্যাচ জুড়েই দুই দলের রক্ষণভাগ কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, যার ফলে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনো গোলই হয়নি। তবে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয় অতিরিক্ত সময়ে; খেলার ৯০+১ মিনিটে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের হয়ে নাটকীয় ও জয়সূচক গোলটি করেন সুখদয়াল জমাতিয়া। ম্যাচটিতে জাম্পুইজলা জয়ী হলেও, মাঠে দুর্দান্ত ফুটবল খেলার সুবাদে সিমনা তামাকারি ফুটবল ক্লাবের হায়েং জমাতিয়া ম্যাচের সেরা (ম্যান অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন।

এই জয়ের পাশাপাশি টুর্নামেন্টে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। গ্রুপ পর্বে একটি ম্যাচও না হেরে, ৬টি ম্যাচের মধ্যে মোট ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তারা সুপার লীগে নিজেদের জায়গা পাকা করেছে। তবে সিমনাতামাকারি ক্লাবের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে জম্পুইজলার খেলোয়াড়দের বেশ কয়েকবার ফাউল করতে দেখা যায়, যার ফলে দলের তিন ফুটবলার রেফারি কর্তৃক হলুদ কার্ডের মুখে পড়েন। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে স্যামসন হালাম, ৮১ মিনিটে আকাশ জমাতিয়া এবং গোল করার পরপরই ৯০+১ মিনিটে আরণ্য কলই হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

কৈলাসহরকে ৬ উইকেটে উড়িয়ে টানা দ্বিতীয় জয় তেলিয়ামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য মিট (এলিট) ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচেও আজ সহজ জয় তুলে নিয়েছে তেলিয়ামুড়া। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে সকাল সোয়া দশটায় শুরু হওয়া ম্যাচটি ভিজা মাঠ হওয়ার কারণে ওভার কমিয়ে ৪৩ ওভারের করা হয়। তবে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে তেলিয়ামুড়ার মারাত্মক বোলিং আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কৈলাসহরের ব্যাটাররা। মাত্র ২৩.২ ওভারে ৭৮ রানেই গুটিয়ে যায় কৈলাসহরের ইনিংস। দলের পক্ষে সাহিল দেববর্মা ৫৪ বলে ৩২ রান এবং অভীক পাল ২০ বলে ১৫ রান করলেও বাকিরা ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তেলিয়ামুড়ার বোলার অর্জুন দাস ৪.২ ওভারে মাত্র ৯ রান খরচ করে ৪টি উইকেট নিয়ে কৈলাসহরের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটান। এছাড়া পৃথ্বীরাজ গোপ ৭ ওভারে ২২ রান দিয়ে ৩টি এবং পামির দেবনাথ ৪ ওভারে ১২ রান দিয়ে ২টি উইকেট লাভ করেন।

৭৯ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে তেলিয়ামুড়া ১৮.৩ ওভারে মাত্র ৪টি উইকেট হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় (৭৯/৪)। দলের পক্ষে ওপেনার দুর্লভ রায় বিধ্বংসী ব্যাটিং করে মাত্র ৩৩ বলে ৪৫ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ছিল ৩টি চার ও ৩টি ছক্কার মার। তাঁর এই মারকুটে ইনিংসের ওপর ভর করেই তেলিয়ামুড়া ৬ উইকেটের বড় ব্যবধানে ম্যাচটি জিতে নেয়। দুর্দান্ত ও নিয়ন্ত্রিত বোলিং পারফরম্যান্সের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অল্প রানে আটকে রাখার কৃতিত্ব স্বরূপ তেলিয়ামুড়ার অর্জুন দাসকে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) ঘোষণা করা হয়। প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়া ৮ উইকেট এর ব্যবধানে শান্তিরবাজারকে পরাজিত করেছিল। এদিকে, বিলোনিয়ায় বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে দিনের অপর খেলায় সোনামুড়া ও উদয়পুরের ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে।

রাজ্য মিট প্লেট ক্রিকেট কাঞ্চনপুরকে হারিয়ে কমলপুরের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। জয় অব্যাহত কমলপুরের। প্রথম ম্যাচে লংতরাই ভ্যালিকে হারানোর পর আজ রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচেও কাঞ্চনপুরকে পরাজিত করেছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য মিট (প্লেট) ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পঞ্চম ম্যাচে আজ কাঞ্চনপুরের মুখোমুখি হয়েছিল কমলপুর। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে সকাল পৌনে দশটায় শুরু হওয়া ম্যাচটি অনিবার্য কারণে ওভার কমিয়ে ২০ ওভারের করা হয়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে কমলপুর নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান তোলে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন তন্ময় দেব (২১ বলে ২৮ রান, ১টি চার ও ১টি ছক্কা)। এছাড়া বাপ্পা শুক্লবৈদ্য ৫ বলে ২০ রান (২টি চার ও ২টি ছক্কা) এবং অভ্রজিৎ দাস ২৪ বলে ১৯ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেন। কাঞ্চনপুরের বোলারদের মধ্যে ক্রিশান দেব ২ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট শিকার করেন।

১১৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে কমলপুরের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে কাঞ্চনপুর। নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭৫ রানেই থমকে যায়। ফলে কমলপুর ৩৭ রানের এক সহজ জয় তুলে নেয়। কমলপুরের বোলার সায়ন্তন দেব মাত্র ৪ ওভারে ১৩ রান খরচ করে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি উইকেট দখল করেন এবং দলকে জয়ী করতে মুখ্য ভূমিকা নেন। এছাড়া দেবব্রত দাস ৪ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নিয়ে কাঞ্চনপুরের ব্যাটিং লাইনআপকে চাপে রাখেন। দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হয়েছেন কমলপুরের সায়ন্তন দেব।

বিশ্বকাপ জেতার জন্য হাত ময়লা করতেও রাজি এমবাপে! প্যারাগুয়েকে হারিয়ে বিস্ফোরক ফ্রান্স অধিনায়ক, প্রশ্ন উঠল তাঁর আচরণ নিয়েও

চার বারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে হারিয়ে ফ্রান্সের মুখোমুখি হয়েছিল প্যারাগুয়ে। লাতিন আমেরিকার দেশটি কিলিয়ান এমবাপেদের ৭০ মিনিট পর্যন্ত আটকে রেখেছিল। কিন্তু তাদের রক্ষণের ভুলে পেনাল্টি পেয়ে যায় ফ্রান্স। গোল করেন এমবাপে। সেই গোলই বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছে দিয়েছে দু'বারের বিশ্বজয়ীদের। প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে কষ্টার্জিত জয়ের পর বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন ফ্রান্স অধিনায়ক। এমবাপে বলেছেন, বিশ্বকাপ জেতার জন্য দরকারে তিনি হাত ময়লা করতেও রাজি!

ম্যাচের পর এমবাপে বলেছেন, "দরকার হলে আমরা হাত ময়লাও করব। অনেকেই ভেবেছিলেন ফ্রান্স শুধু সুন্দর পাস দেওয়া-নেওয়া করে বা ওয়ান-টু করে আগ্রাসী ফুটবল খেলবে। ভাল ফুটবল খেলবে। আমরা কিন্তু কুৎসিত ফুটবলও খেলতে জানি। দরকার হলে আমরা কঠিন, লড়াকু ফুটবল খেলব। সে ভাবে খেলেই এই ম্যাচটা আমরা জিতেছি। এই ফুটবলটাও আমরা ওদের চেয়ে ভাল খেলেছি।" এমবাপে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শারীরিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে ফ্রান্সকে আটকানো যাবে না। তাঁরা পরিচ্ছন্ন ফুটবলের পাশাপাশি অগোছাল শারীরিক লড়াইয়ের জন্যও তৈরি।

প্যারাগুয়ের আট জন ফুটবলার মিলে রক্ষণ সামলাচ্ছিলেন। ফ্রান্সের ফুটবলারদের তাঁরা বক্সের মধ্যে প্রায় ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না। এমবাপেকেও কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছিল। প্যারাগুয়ের রক্ষণ ভাঙতে না পেরে এক সময় দিদিয়ের দেশঁর মতো শান্ত স্বভাবের কোচও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

ম্যাচের শুরু থেকেই এমবাপেদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছেন প্যারাগুয়ের ফুটবলারেরা। এ নিয়ে ফ্রান্স অধিনায়ক বলেছেন, "আমরা জানতাম ম্যাচটা কেমন হতে পারে। আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি, ফ্রান্স শুধু আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতেই জানে না। এটাই ওদের ফুটবল। ওরা এ ভাবেই খেলে। প্রত্যেক দলই তাদের শক্তি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলে। ফুটবল খেলার কোনও সঠিক বা ভুল পদ্ধতি হয় না। পদ্ধতি একটাই। সেটা হল ম্যাচ জেতা।" এমবাপে আরও বলেছেন, "ওরা আমাদের যে ভাবে খেলে হারাতে চেয়েছিল, আমরা ঠিক সে ভাবে থেকেই ওদের হারিয়ে দিয়েছি।"

কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ গত বার সেমিফাইনাল খেলা মরক্কো। প্রতিপক্ষ হিসাবে এমবাপে পাবেন বন্ধু এবং প্রাক্তন সতীর্থ আশরফ হাকিমিকে। পরের ম্যাচ নিয়ে এমবাপে বলেছেন, "হাকিমি আমাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। এখনও দেখা হয়নি। মরক্কো খুবই ভাল দল। ওদের সঙ্গে খেলা পড়ায় আমি খুশি। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামব আমরা। নিজেদের উজাড় করে দেব। আশা করি আমরা বিশ্বকাপের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারব।"

প্রিকোয়ার্টার ফাইনালের পর একটি ছোট বিতর্কেও জড়িয়েছেন এমবাপে। খেলা শেষে তিনি জয় উদ্যাপন করছিলেন। সে সময় প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিল তাঁর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে যান। কিন্তু এমবাপে তাঁর দিকে ফিরেও তাকাননি। হতাশ এবং বিরক্ত গিল হাতে থাকা বলটি এমবাপের পিঠে ছুড়ে মারেন। দুই ফুটবলারের আচরণ নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।

মাথা ঠান্ডা রাখায় এমবাপেদের প্রশংসায় দেশঁ, প্যারাগুয়ে এবং রেফারির ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ফ্রান্সের কোচ

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্যারাগুয়ে কিছুটা 'টাফ' ফুটবল খেলেছে। কিলিয়ান এমবাপেদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নিয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশটির ফুটবলারেরা। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ফুটবলারেরা মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ শেষ করায় খুশি ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ। যদিও নিজে ম্যাচের সময় মেজাজ হারিয়েছেন। সমালোচনা করেছেন প্যারাগুয়ের খেলার।

ম্যাচের পর ফুটবলারদের মানসিকতার প্রশংসা করে দেশঁ বলেছেন, "আমরা নিজেদের খেলায় মনোনিবেশ করেছিলাম। কঠিন ম্যাচ ছিল। প্যারাগুয়ের ফুটবলারেরা সব সময় বলের কাছাকাছি থাকছিল। ওদের রক্ষণ দারুণ। এই তাপমাত্রায় গতিসম্পন্ন ফুটবল খেলা কঠিন। আমাদের ফুটবলারেরাও কিন্তু পাল্লা দিয়ে গিয়েছে। আমরা চাপ ধরে রাখতে সফল হয়েছি। চাপ ধরে রাখলেই ম্যাচ জেতা যায় না। তা-ও এটা গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে। আমাদের কিছু ফুটবলার প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলছে। এ পর্যন্ত আমরা সহজ ম্যাচ পেয়েছি, এমন নয়। তবে প্যারাগুয়ে ম্যাচে অন্য রকম অভিজ্ঞতা হল।"

তিনি আরও বলেছেন, "কাজটা সহজ ছিল না। ওরা সম্ভাব্য সব কিছুই চেষ্টা করেছে। এই আগ্রাসন নিয়ে খেললে সবকিছুই বাড়াবাড়ির পর্যায় চলে যেতে পারে। আমার মতে, এই রকম ফুটবল দেখতে দর্শকেরা মাঠে আসেন না।"

রেফারিং নিয়েও সন্তুষ্ট নন দেশঁ। ফ্রান্সের কোচ বলেছেন, "আমি রেফারির সমালোচনা করতে চাই না। আমাদের তিন জনকে কার্ড দেখানো হয়েছে। মাঠে কিন্তু আরও অনেক কিছু ঘটেছে। আমি প্যারাগুয়েরও সমালোচনা করব না। প্রত্যেক দলের তাদের নিজেদের মতো করে খেলার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে অপমানজনক ঘটনাগুলো না ঘটলেই ভাল হত। ম্যাচের শেষ দিকে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, আসল হল আমরাই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছি।"

দেশঁ গুরুত্ব দিচ্ছেন কোয়ার্টার ফাইনালের প্রতিপক্ষ মরক্কোকেও। তিনি বলেছেন, "মরক্কো প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা দল। চার বছর আগে দোহাতেও ওদের সঙ্গে খেলেছিলাম। ওরা আফ্রিকান নেশনস কাপ জিতে এসেছে। আমাদের দলের অনেকে ক্লান্ত। কয়েক জনের হালকা চোটও রয়েছে। কয়েকটা দিন সময় পাব। এর মধ্যেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।"

জাপানের বিরুদ্ধে সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ নেমার, নরওয়ের বিরুদ্ধেও অনিশ্চিত, পরিকল্পনা নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাজিল কোচ আনচেলোত্তি

বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ১৬-এ ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ নরওয়ে। আর্লিং হালান্ডেরা বেশ ভাল ফুটবল খেলছেন। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে কি নেমার খেলবেন? প্রশ্ন তৈরি হওয়ার কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে নেমারকে খেলাননি ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি।

নরওয়ে ম্যাচ নিয়ে পরিকল্পনার কথা বলেছেন আনচেলোত্তি। জানিয়েছেন, জাপানের বিরুদ্ধে সুযোগ না পাওয়ায় কিছুটা ক্ষুব্ধই হয়েছিলেন নেমার। ব্রাজিলের এক সংবাদমাধ্যমকে আনচেলোত্তি বলেছেন, "আগের ম্যাচে না খেলায় নেমার একটু অসন্তুষ্টই হয়েছিল। তবে খারাপ ব্যবহার করেনি। ভাল অনুশীলন করছে। আমাদের দলের জন্য নেমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কষ্ট করে প্যারাগুয়েকে হারাল ফ্রান্স

পেনাল্টি থেকে গোল করে মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে, শেষ আটে সামনে মরক্কো

বিরক্ত করে যাও! কোচ গুস্তাভো আলফারোর এই একটা মন্ত্রেই প্যারাগুয়ে প্রায় আটকে দিয়েছিল ফ্রান্সকে। ৭০ মিনিট পর্যন্ত গোলের মুখ খুলতে পারেনি এই বিশ্বকাপে একের পর এক প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলা ফ্রান্স। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না প্যারাগুয়ে। রক্ষণের একটা ভুলে ম্যাচ হাতছাড়া হল। পেনাল্টি থেকে করা কিলিয়ান এমবাপের একমাত্র গোলে প্যারাগুয়েকে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ফ্রান্স। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ মরক্কো।

২৪ ঘণ্টা আগে গত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে প্রায় আটকে দিয়েছিল কাবো ভার্দে। দেখিয়ে দিয়েছিল লিয়োনেল মেসিদের দুর্বলতা। সেই একই কাজ করল প্যারাগুয়ে। আরও এক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে কী ভাবে আটকানো যায়, তার পথ দেখিয়ে দিল তারা।

গুস্তাভো জানতেন, তাঁদের প্রথম কাজ এমবাপেদের আটকানো। তাই পাঁচ ডিফেন্ডারে দল সাজিয়েছিলেন। তাঁদের সামনে আরও চার ফুটবলার। আক্রমণে একা হুলিয়ান এনসিসো। এই পরিকল্পনা কাজেও লাগে। প্রথমার্ধে ফ্রান্স পাঁচটি শট নিয়েছিল। কিন্তু একটাও নিশানায় নয়। বোঝা যাচ্ছিল, জায়গা পাচ্ছেন না এমবাপেরা।

সব রকম চেষ্টা করছিল ফ্রান্স। উসমান দেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে, ব্র্যাডলি বার্কোলারা বার বার প্রান্ত বদল করছিলেন। এমবাপে কখনও মাঝে, কখনও বাঁ প্রান্তে চলে যাচ্ছিলেন। ক্রস ভেসে আসছিল প্যারাগুয়ের বক্সে। কিন্তু অরল্যান্ডো গিলকে পরাস্ত করতে পারছিল না ফ্রান্স। জার্মানি ম্যাচের থেকেও এই ম্যাচে ভাল খেললেন গিল। পেনাল্টি থেকে গোল খাওয়া ছাড়া একটিও ভুল করেননি। বাঁচিয়েছেন অন্তত তিনটি অবধারিত গোল।

মাঝেমধ্যেই চোরাগোপ্তা আঘাত করছিলেন প্যারাগুয়ের ফুটবলারেরা। যে আঘাতে কার্ডও দেখানো যাবে না। অথচ প্রতিপক্ষ বিরক্ত হবে। হলও তাই। মাঠে ধাক্কাধাক্কি, ফাউল সব দেখা গেল। এমবাপেও তাতে জড়িয়ে পড়লেন। বিরতিতে মাঠ ছাড়ার সময়ও সেই গণ্ডগোল থামেনি। প্রথমার্ধে গোল না হওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধে পরিকল্পনা বদলান ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ। বক্সের বাইরে থেকেই শট মারতে শুরু করেন ফুটবলারেরা। মানু কোনে ও আদ্রিয়েন হাবিয়ো অন্তত ছ'টি শট মারেন। একটিই গোলে ছিল। কোনের সেই শট ঝাঁপিয়ে বার করে দেন গিল। প্যারাগুয়ের আট ফুটবলারের রক্ষণ ভাঙতে না পেরে দেশঁর মতো আপাত শান্ত কোচও মেজাজ হারাচ্ছিলেন।

ঠিক সেই সময় ধাক্কা খেল প্যারাগুয়ে। গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে একাই স্ট্রাইকারের ভূমিকায় খেলছিলেন এনসিসো। যে কয়েকটি বল পাচ্ছিলেন, চেষ্টা করছিলেন গোলের কাছে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার গরমে অত্যধিক ধকল সামলাতে পারলেন না। ফলে ৬০ মিনিটের পর চোটে তাঁকে তুলে নিতে বাধ্য হন গুস্তাভো। রক্ষণের বড় ভরসা আলদারেতেও চোটে উঠে যান। এই জোড়া চোট গুস্তাভোর পরিকল্পনা ঘেঁটে দেয়।

দূর থেকে মারা শটেও গোল হচ্ছে না দেখে বার্কোলাকে তুলে ডেজিরে ডুয়েকে নামান দেশঁ। এই পরিকল্পনা কাজে লাগে। ৭০ মিনিটের মাথায় একক দক্ষতায় বল নিয়ে বক্সে ঢোকেন ডুয়ে। প্যারাগুয়ের তিন ডিফেন্ডার তাঁকে আটকাতে গিয়ে ফাউল করে বসেন। প্রথমে রেফারি পেনাল্টি না দিলেও পরে ভার রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্ত বদলান। স্পট থেকে গিলকে পরাস্ত করেন এমবাপে।

চলতি বিশ্বকাপে এটি এমবাপের সাত নম্বর গোল। মেসিও কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে নিজের সপ্তম গোল করেছেন। দুই তারকা এখন এক জায়গায়। বিশ্বকাপে মোট গোলের নিরিখে মেসির (২০) ঠিক পিছনেই এমবাপে (১৯)। মেসির মতোই দু'টি বিশ্বকাপে সাত বা তার বেশি গোল করার নজির গড়লেন ফরাসি স্ট্রাইকার।

ফ্রান্স এগিয়ে যাওয়ার পরেও হাল ছাড়েনি প্যারাগুয়ে। অসম লড়াই হলেও এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি তারা। প্রথমার্ধের উত্তাপ দ্বিতীয়ার্ধে আরও বাড়ে। ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে কোনে, ওলিসেরা হলুদ কার্ড দেখেন। পরের ম্যাচে কার্ড দেখলে সমস্যায় পড়বেন তাঁরা।

সংযুক্তি সময়ে মেসিকে টপকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন এমবাপে। কিন্তু পর পর দু'বার গিলের কাছে আটকে যান তিনি। অবধারিত দু'টি গোল বাঁচান গিল। প্যারাগুয়ে হারলেও আরও এক গোলরক্ষক এ বার তারকা হয়ে উঠলেন।

খেলা শেষে ফ্রান্সের ফুটবলারেরা যে ভাবে উল্লাস করছিলেন, তা স্পষ্ট করে দিচ্ছিল, এই ম্যাচ জিতে কতটা স্বস্তি পেয়েছেন তাঁরা। হবে না-ই বা কেন। ২৪ ঘণ্টা আগে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে কাবো ভার্দে যে লড়াই করেছিল, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্যারাগুয়ের লড়াই তার থেকে কিছু কম নয়। ধারেভারে অনেক পিছিয়ে থাকলেও জেদ, পরিকল্পনা আর জানকবুল লড়াই কী করতে পারে, তা প্রায় দেখিয়ে দিয়েছিল প্যারাগুয়ে। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দল তো একটা সুযোগেই বাজিমাত করে। সেটাই দেখাল ফ্রান্স।

এ বার সামনে মরক্কো। আশরফ হাকিমি, সাইবারিদের সামনে লড়াইটা আরও কঠিন হতে পারে ফ্রান্সের। কারণ, প্যারাগুয়ে না হয় ৯০ মিনিট রক্ষণই করে গেল, মরক্কো তা করবে না। এই ম্যাচের দিকে নিশ্চয় নজর ছিল মরক্কোর। এমবাপেদের ফ্রান্সকেও যে আটকানো সম্ভব তার নীল নকশা কিন্তু মরক্কোকে দিয়ে দিলেন গুস্তাভো।

এগিয়ে গিয়েও বার বার গোলহজম! কাতারের 'দোষ' আবার ফিরেছে আর্জেন্টিনা দলে, মেসিদের সমস্যা কি শারীরিক না মানসিক?

কোথায় সমস্যা হচ্ছে আর্জেন্টিনার?

লিয়োনেল মেসির দেশের সমর্থকেরা প্রায়ই বলে থাকেন, 'আর্জেন্টিনা কখনও ম্যাচ সহজ করে জেতে না'। শনিবার ভোরে আরও একবার সেই জিনিস দেখা গিয়েছে। গোল দিয়ে এগিয়ে গিয়েও গোল হজমের যে প্রবণতা, তা থেকে কিছুতেই বার হতে পারছে না আর্জেন্টিনা।

বিস্তারিত ভাবে বললে, কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চারটি ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও গোল হজম করেছিল। সমতা ফিরিয়েছিল বিপক্ষ দল। শুরুটা হয়েছিল সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে। আর্জেন্টিনা এগিয়ে যাওয়ার পরেও সৌদি আরব দু'টি গোল করে ম্যাচ জিতে নেয়। কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পরেও ২-২ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনাকে জিততে হয়। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ফাইনালেও আর্জেন্টিনা ২-০ এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ২-২ হয় এবং আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে জিতে ট্রফি হাতে তোলে।

সেই একই জিনিস দেখা গিয়েছে কাবো ভার্দের বিরুদ্ধেও। এমনিতে কাবো ভার্দের রক্ষণ যথেষ্ট সংগঠিত এবং দুর্দান্ত সব গোল করায় তাদের সুনাম রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা গোল করে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎই 'সুইচ অফ' করে গিয়েছে এবং গোল হজম করেছে। দ্বিতীয় গোল করে আবার 'সুইচ অফ' হয়েছে। আবার গোল হজম করেছে। এমিলিয়ানো মার্তিনেজ না থাকলে কাবো ভার্দে অতিরিক্ত সময়ে এগিয়েও যেতে পারত। সাধেই ম্যাচের পর আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি বলেছেন, "আজ আমরা অনেকগুলো আঘাত হজম করেছি। অনেকেই হয়তো ভেবেছিল খুব সহজে ম্যাচটা জিতে নেব। আমরা কিন্তু সেটা ভাবিনি।"

খুব সহজে ম্যাচ জয়? স্কালোনি হয়তো ঠিক বলেননি। কিন্তু ধারে-ভারে অনেকটা নীচের দিকে থাকা দলের কাছেও আর্জেন্টিনাকে এত কষ্ট করে জিততে হবে কেন? অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস? ক্লান্তি? কৌশলগত সমস্যা না কি মানসিক সমস্যা?

এ দিনের ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে, আর্জেন্টিনা দ্বিতীয় গিয়ারে খেলাটা জিততে চেয়েছে। এমনিতেই এ বারের বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব দেশগুলির কাছে শারীরিক ধকল সহ্য করার পরীক্ষা। প্রথম বার বিশ্বকাপে ৫টি নকআউট ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। ফলে দলগুলি যে পরের রাউন্ডের জন্য শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে মন্থর হয়ে যেতে হয় এবং বাড়তি ৩০ মিনিট খেলতে হয়, যার কোনও দরকারই ছিল না। আর্জেন্টিনা ঠিক সেই ভুলটাই করেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্রামের কতটা প্রয়োজন তা ম্যাচের পর উল্লেখ করেছেন স্কালোনি। মিশরের বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টারের ম্যাচের আগে মাত্র তিন দিন সময় পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে, জর্ডনের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে যে আর্জেন্টিনা দল খেলেছিল, তার থেকে এই দলের প্রথম একাদশ ছিল অনেক আলাদা। বিষয়টি শুধু শারীরিক ফিটনেসের নয়। ইউরোপীয় দলগুলোর চেয়ে আর্জেন্টিনার খেলার ঘরানা বেশ আলাদা। আর্জেন্টিনা একটানা আগ্রাসী ফুটবল খেলে না। সেটা মেনে নিয়েছেন মেসিও। বলেছেন, "আমরা ওদের চাপে রাখতে পারিনি। সব সময়ে বলের পেছনে ওদের একজন বাড়তি ফুটবলার ছিল। তার সঙ্গে আমরা তাল মেলাতে পারিনি। এই কারণেই ওদের পায়ে বল বেশি থেকেছে এবং আমাদের বেশি দৌড় করিয়েছে।" মেসির পক্ষে এ ধরনের কৌশলগত মন্তব্য বিরল বই কি! আর্জেন্টিনার পরিকল্পনা থাকে, আচমকা আক্রমণ করে বিপক্ষকে তছনছ করে দেওয়া। ঠিক যেমন ২৯ মিনিটে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের পাস থেকে মেসি যে গোলটা করলেন তা আগে থেকে কেউ বুঝতেই পারেননি। কিন্তু বিপক্ষ দল যে মুহূর্তে আগ্রাসী ফুটবল খেলা শুরু করল, তখনই রক্ষণাত্মক হয়ে গেল আর্জেন্টিনা। নিজেদের বক্সে রক্ষণের ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনা খুব খারাপ নয়। তবে এ দিন তারা বল ক্লিয়ার করতে বড্ড বেশি সময় নিয়েছে। ফলে কাবো ভার্দে আর্জেন্টিনার রক্ষণের ফাঁক খুঁজে পেয়েছে সহজেই। প্রথম বার যেমন দুয়ার্তে সমতা ফেরান এবং পরে সিডনি লোপেজ অসাধারণ শটে গোল করেন। আর্জেন্টিনার হাতে সব রকম শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা কেন প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেলে না, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। বিপক্ষ আগ্রাসী খেললে প্রতি আক্রমণে উঠে পাল্টা গোল করে আসার প্রবণতা আর্জেন্টিনার খেলায় দেখা যায় না। মেসি গোল বা সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে অসামান্য। কিন্তু তাঁর যা বয়স হয়েছে, তাতে প্রতি আক্রমণ বার বার মেসির পা থেকে শুরু হবে, এমনটা আশা করা অন্যায়। ফলে আর্জেন্টিনাকে নির্ভর করতে হবে লাউতারো মার্তিনেজ বা জুলিয়ান আলভারেজের উপরে। এটা মানতেই হবে যে, আর্জেন্টিনা এ দিন দু'বারই গোল খাওয়ার পর দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কখনওই ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়নি। তারা বল নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং বিপক্ষকে সুযোগও তৈরি করতে দেয়নি। দুই সেন্টারব্যাক সেট-পিস থেকে গোল করেছেন। ফলে আর্জেন্টিনা বিপক্ষকে চাপে রাখতে পারে না, এটা সত্যি নয়। কিন্তু কতটা চাপে রাখতে চায় সেটাই প্রশ্ন। স্কালোনি এ দিন সেটাই বলেছেন। তাঁর কথায়, "আমার মনে আছে, কাতারে যে ম্যাচগুলো অতিরিক্ত সময়ে গিয়েছিল, আজও ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ছেলেরা আক্রমণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, সৌদি আরব ম্যাচের মতোই কোনও একটা ম্যাচ খেলছি। তবে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে যেমন খেলেছিলাম, তার চেয়ে ভাল খেলেছি আজ। কারণ এই দলটা আগের থেকে অনেক অভিজ্ঞ হয়েছে।"

'রোনাল্ডোর ইগোই বোতলবন্দি করে দিচ্ছে পর্তুগালকে', সিআর সেভেনকে নিয়ে বিস্ফোরক ইব্রাহিমোভিচ

রোনাল্ডোর ইগোর জন্যই পিছিয়ে পড়ছে পর্তুগাল। বিস্ফোরক সুইডেনের প্রাক্তন তারকা স্ট্রাইকার ইব্রাহিমোভিচ। তিনি বলছেন, রোনাল্ডোকে সামনে রেখে খেললে পর্তুগালের থেকে বেশি কিছু আশা না করাই ভালো। ২০২৬ বিশ্বকাপ এ পর্যন্ত তারকাদের মহানায়োকচিত পারফরম্যান্স দেখেছে। টুর্নামেন্টে ৭ গোল করে এখনও গোলতালিকার শীর্ষে মেসি। কিলিয়ান এমবাপেও পিছিয়ে নেই। নিয়মিত গোল করে দলকে জেতাচ্ছেন। হ্যারি কেন কার্যত একার হাতে ইংল্যান্ডকে টেনে তুলেছেন নকআউটে। একই কথা বলা যায় আর্লিং হালান্ডের ক্ষেত্রেও। এসবের মধ্যে কোথাও যেন একটু ফিকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তিনিও বিশ্বকাপে ৩ গোল করেছেন। তাঁর দলও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন তাঁর পারফরম্যান্স ঠিক রোনাল্ডোচিত নয়। এখনও এ বিশ্বকাপে ভক্তদের মন ভরাতে পারেননি সিআর। বরং তাঁকে রোজ বিদ্ধ হতে হচ্ছে সমালোচনার বাণে। এবার সিআর সেভেনের সমালোচনায় মুখর সুইডেনের প্রাক্তন তারকা স্ট্রাইকার।

ইব্রাহিমোভিচের মতে, ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে রোনাল্ডোকে সামনে রেখে আক্রমণ সাজিয়ে ভালো কিছু আশা করাই উচিত নয় পর্তুগাল সমর্থকদের। তাঁর সাফ কথা, রোনাল্ডোর আর সেই গতিও নেই, ক্ষিপ্রতাও নেই। বয়স যে হয়েছে-সেটা মেনে নেওয়াটাই ভালো। একসময়ের বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার বলছেন, "আজ যেটা হচ্ছে সেটা আগে থেকেই প্রত্যাশা করা উচিত ছিল পর্তুগালের সমর্থকদের। একজন ৪১ বছর বয়সিকে সামনে রেখে আপনি কোনও কিছু জিততে পারবেন-এটা আশা করাই উচিত নয়। বিশেষ করে র্যামোস যেখানে বেঞ্চ থেকে উঠে এসে গোল করে যাচ্ছেন।" প্রাক্তন সুইডিশ তারকার সাফ কথা, রোনাল্ডোর শরীর ওঁর সঙ্গ দিচ্ছে না। সেই ক্ষিপ্রতাও নেই, গোল করার ক্ষমতাও নেই। শুধু শুধু জায়গা দখল করে বসে আছে। ইব্রাহিমোভিচের কথায়, "এটা ঠিক সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া বলে না। এটাকে বলে ইগো। ওই একজনের ইগোর জন্য গোটা পর্তুগাল দল বন্দি হয়ে যাচ্ছে। এরপরও ওকে প্রতিটা ম্যাচের শুরু থেকে খেলানো মানে সেটা নস্ট্যালজিয়ার তাড়নায় করা পাগলামো।"

Page 3_5_7- JAGARAN 1111.pmd 1
05-07-2026, 23:08

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ উপলক্ষে পর্যালোচনা সভা

প্রায় ১ লক্ষ কোটির বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: আগামী ১ জুলাই থেকে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে শুরু হতে যাচ্ছে দু'দিনব্যাপী ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬। এই উপলক্ষে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার সভাপতিত্বে মেলা প্রাঙ্গণস্থিত অডিটোরিয়ামে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুব সমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি মাথাপিছু গড় আয় ও জিএসডিপি বৃদ্ধিতে রাজ্যে দেশী, বিদেশী বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই দিক দিয়ে এই ধরনের বিজনেস কনক্লেভের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাজ্যে প্রথমবারের মত এত বৃহৎ আকারে বিজনেস কনক্লেভের আয়োজন করা হচ্ছে, যা একথায় অভূতপূর্ব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ বদলে যাচ্ছে। তিনি জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে কর্মচারীদের মধ্যেও দেশের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় আরও বলেন, জি-২০, নর্থইস্ট কাউন্সিলের প্ল্যানারী বৈঠক, আয়োজনে রাজ্যের সর্বস্তরের কর্মচারীগণ একজোট হয়ে টিম ত্রিপুরা হিসেবে কাজ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এই অনুষ্ঠানও সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সফলভাবে আয়োজিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বিজনেস কনক্লেভে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি কাজ করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি, পরিবহন, পর্যটন ক্ষেত্রগুলির বিভিন্ন প্রকল্পে সর্বাপেক্ষা বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, গতবছরের বিজনেস কনক্লেভে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এরমধ্যে ৮ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ সম্পর্কিত কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে এই কর্মসূচিকে ফলপ্রসু করে তুলতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরামর্শও প্রদান করেন। পর্যালোচনা সভায় প্রাথমিক পর্যায়ে এই কর্মসূচিটির সার্বিক চিত্র তুলে ধরে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে বলেন, ১ জুলাই বিকেলে এই কনক্লেভের সূচনা করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা, কেন্দ্রীয় ডোনারমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ছাড়াও রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য সদস্যাগণ উপস্থিত থাকবেন। এই উপলক্ষ্যে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে থিমভিত্তিক বিভিন্ন দপ্তরের এবং কেন্দ্রীয় পি এস ইউ-এর ২০টির বেশী প্রদর্শনী স্টল থাকবে। দেশ ও বিদেশের ৫০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, হাইকমিশন, কনসালটেন্টদের আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, কাজাকিস্থান, মালদ্বীপ, নেপাল, উজবেকিস্থানের মতো দেশগুলির প্রতিনিধিগণ কনক্লেভে আসার কথা সুনিশ্চিত করেছেন। তাছাড়া রাশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিগণ এবিষয়ে সদর্থক রয়েছেন। ২ দিনের এই কনক্লেভে স্বাস্থ্য, পর্যটন, শিক্ষা, লজিস্টিকস, তথ্য ও প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণ শক্তি, রিয়েল এস্টেট, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি চা, রাবার ও আগর ভিত্তিক শিল্প বিষয়ে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে। ২ দিনের এই কনক্লেভে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী ছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে আগত প্রতিনিধিদের সরাসরি মিটিং, রাউন্ড টেবিল ডিনার, সেক্টোরাল প্রেজেন্টেশান, বিজনেস রিফর্মস ও ইকোনমিক রিফর্মস নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা, মউ স্বাক্ষর কর্মসূচি থাকবে। এই কনক্লেভের ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার হল ফিকি এবং সহায়তায় রয়েছে ইনভেস্ট ইন্ডিয়া। পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যসচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, এই কর্মসূচির সামগ্রিক সফলতা দেশ-বিদেশে রাজ্যের নামকে আরও অনেক উঁচুতে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইনী সরলীকরণে দেশের মধ্যে রাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে। আর এর প্রভাব অনুধাবন করার জন্য কেন্দ্রীয়স্তরের আধিকারিকদেরও এই কনক্লেভে যোগদানের সম্ভবনা রয়েছে। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ। কনক্লেভ উপলক্ষে যে সমস্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী স্টল খোলা হবে তাদের সচিবগণ নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কিত বিনিয়োগের পরিমান ও সম্ভাবনা, মউ স্বাক্ষর ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনারানী সরকার, প্রধান সচিব শান্তুনু সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা ও সকলস্তরের আধিকারিকগণ। সভার শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী নির্মিয়মান বিভিন্ন প্রদর্শনী স্টল ঘুরে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট জব্দ, আটক গাড়ি

আগরতলা, ৫ জুলাই: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর ত্রিপুরার লালজুরি চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিদেশি ব্র্যান্ডের সিগারেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় সিগারেট বহনকারী একটি গাড়িও আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টিআর-০২-এন-০৭২৬ নম্বরের একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১৯৬ বান্ডিল মন্ড ব্র্যান্ডের সিগারেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া সিগারেটের মোট পরিমাণ ৩৯ হাজার ২০০ প্যাকেট।

উদ্ধার হওয়া সিগারেটগুলো ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-এর ১০৬ ধারায় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া সিগারেটের কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মাচমারা পিটিএলের কর্মরত লব দে এবং সুদীপ নাথ।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চোরাচালান চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং সিগারেটের চালান কোথা থেকে আনা হচ্ছিল ও কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোনামুড়ায় যৌথ অভিযানে ২০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার, আটক এক মাদক কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিএসএফের ৮১ নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং সোনামুড়া থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এক সন্দেহভাজন মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন সোনামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাপস দাস। অভিযানে অংশ নেন সাব-ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর দেববর্মা, রাকেশ দেবনাথ এবং বিএসএফ ও টিএসআরের জওয়ানরা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অভিযান শেষে উদ্ধার হওয়া গাঁজা এবং আটক অভিযুক্তকে সোনামুড়া থানায় নিয়ে আসা হয়।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওসি তাপস দাস জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, এই গাঁজা কী উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল, কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে সোনামুড়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের শনাক্ত করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জনস্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দক্ষিণ ত্রিপুরার, 'বেস্ট ডক্টর' সম্মানে ভূষিত ডাঃ মনীশ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ জুলাই: ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা। এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় চিকিৎসক দিবস-২০২৬ উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক (ডিএফডব্লিউও) ও জেলা ম্যালেরিয়া আধিকারিক (ডিএমও) ডাঃ মনীশ চৌধুরীকে ' সার্টিফিকেট অফ এক্সিলেন্স (বেস্ট ডক্টর --- হেলথ পোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ক্যাটাগরি)' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩,৫০০-রও বেশি ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছিল এবং জেলার এ পি আই ছিল ৭.২০। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জোরদার নজরদারি, দ্রুত রোগ নির্ণয়, সময়মতো চিকিৎসা, ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালে জেলার এপিআই কমে দাঁড়ায় মাত্র ০.৪৫। একই সঙ্গে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে আসে এবং জেলায় শূন্য ম্যালেরিয়া মৃত্যুর নজির গড়ে ওঠে, যা ম্যালেরিয়া নির্মূলের পথে দক্ষিণ ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির প্রতিফলন।

মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও জেলা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ত্রিপুরায় শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। গর্ভবতী মায়েদের প্রাথমিক নিবন্ধন এবং নির্ধারিত চারটি অ্যান্টেনাটাল কেয়ার পরীক্ষা সম্পন্ন করার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়া জাতীয় কুষ্ঠ নির্মূল কর্মসূচির আওতায় জোরদার রোগ শনাক্তকরণ, সময়মতো চিকিৎসা এবং শিশু কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রেও জেলা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে।

এই সাফল্যের পেছনে ডাঃ মনীশ চৌধুরীর নেতৃত্ব, সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি এবং বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েই তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

মনুবাজারে গণমুক্তি পরিষদের ১৬তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ জুলাই: দীর্ঘ ১৫ বছর পর দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার মনুবাজারে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ (জিএমপি)-এর ১৬তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন। সর্বশেষ ২০১১ সালে আগরতলায় সংগঠনের ১৫তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সম্মেলনের স্থানটির নামকরণ করা হয় 'কমরেড ধীরেন্দ্র রিয়াং নগর' এবং মঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'কমরেড মানস দেব্বর্মন মঞ্চ'। সম্মেলনের সূচনায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জিএমপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং। পরে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে প্রয়াত নেতা, গণআন্দোলনের কর্মী এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিএমপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং, নরেন্দ্র রিয়াং, মনোরঞ্জন ত্রিপুরা, মধু মগ, পারেন্দ্র দেব্বর্মা, সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য, সিপিআই রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাসবিহারী ঘোষ, ধনমণি সিনহাসহ সংগঠনের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথিরা।

তিন সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী গঠনের মাধ্যমে প্রতিনিধি অধিবেশনের সূচনা হয়। সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন রাজেন্দ্র রিয়াং, পারেন্দ্র দেব্বর্মা এবং মনোরঞ্জন ত্রিপুরা। অধিবেশনের শুরুতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন নরেন্দ্র রিয়াং। এরপর সিপিআই রাজ্য সম্পাদক মিলন বৈদ্য উদ্বোধনী ভাষণ দেন। সম্মেলনে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন নরেন্দ্র রিয়াং। রিপোর্টের ওপর মোট ১৭ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজেন্দ্র রিয়াং, রাসবিহারী ঘোষ এবং ধনমণি সিনহা। সম্মেলনে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের অধিকার রক্ষা, উপজাতিদের সাংবিধানিক ও অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি)-কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৮ দফা দাবি সনদ গৃহীত হয়। সম্মেলনের শেষে ১৩ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন রাজেন্দ্র রিয়াং, সহ-সভাপতি মনোরঞ্জন ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র রিয়াং এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন জুয়েল রিয়াং।

অমরপুরে ছিনতাইয়ের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের সাফল্য, সোনার চেইন উদ্ধার; গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুলাই: অমরপুর-উদয়পুর সড়কে মহিলার সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় দ্রুত সাফল্য পেল অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত এক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন উদ্ধার করেছে। একইসঙ্গে চোরাই সোনা কেনার অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত পরশু অমরপুর-উদয়পুর সড়কের গান্ধারী এলাকায় টোটোযোগে যাওয়ার সময় এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে পালিয়ে যায় এক যুবক। ঘটনার পর ভুক্তভোগী প্রথমে মহারানী ফাঁড়িতে অভিযোগ জানান। পরে বিষয়টি অমরপুর বীরগঞ্জ থানায় জানানো হলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তে নেমে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তৎপরতায় উদয়পুরের তুলামুড়া এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে কিছু নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করে যে, ছিনতাই করা সোনার চেইনটি সে তুলামুড়া এলাকার এক ব্যক্তির কাছে প্রায় ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল। এরপর পুলিশ ওই ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করে এবং তার কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন উদ্ধার করে। দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কোনো ছিনতাইচক্র বা অপরাধী গোষ্ঠী জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অমরপুর-উদয়পুর সড়কে প্রকাশ্যে ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং ছিনতাই হওয়া সোনার চেইন উদ্ধার হওয়ায় পুলিশের এই সাফল্যকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

দেবস্থল চা বাগানে মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

কৈলাশহর, ৫ জুলাই: কৈলাশহর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় এবং ঊনকোটি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের সহযোগিতায়, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ঊনকোটি জেলা কমিটির উদ্যোগে গৌরনগর আর.ডি ব্লকের দেবস্থল চা বাগানে একটি মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

চা বাগানের শ্রমিক ও আশপাশের এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য আয়োত এই শিবিরে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবস্থল চা বাগানের মালিক মুচ্ছাবিবর আলী, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি জামাল উদ্দিন, সাংবাদক সুজেতা পাল সাহা-সহ ইউনিয়নের অন্যান্য সদস্য ও সাংবাদিকরা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। শিবিরে আগতদের সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়। বক্তারা বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কল্যাণে ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনমুখী ও মানবিক কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুলাই: রবিবার নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে জিআরপি থানার পুলিশ। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা তিনটি ব্যাগ থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়ায় স্টেশন এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো এদিনও স্টেশন চত্বরে সন্দেহভাজন বস্তু ও ব্যাগ তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। সেই সময় প্ল্যাটফর্ম এলাকায় পড়ে থাকা তিনটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পুলিশের নজরে আসে। ব্যাগগুলি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেগুলি খুলে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে ব্যাগগুলির ভেতর থেকে আনুমানিক ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

ঘটনাস্থল থেকে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক পাচারকারীরা ব্যাগগুলো ফেলে রেখে আগেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া গাঁজাগুলি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়। আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এর সঙ্গে জড়িত পাচারচক্রের সদস্যদের শনাক্ত করতে তদন্তকারীরা বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। পাশাপাশি উদয়পুর রেলস্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

মুহুরীপুরে হামলার অভিযোগ, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বাইখোড়া থানায় স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার মুহুরীপুর এলাকায় এক ব্যক্তির ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনায় আহত ব্যক্তি বাইখোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগকারী সৌরভ নন্দীর দাবি, গত ১ জুলাই মুহুরীপুর বাজার এলাকায় তাঁকে ভানু নন্দী, বিপ্লব নন্দী এবং নেপাল বৈদ্য নামে তিন ব্যক্তি মারধর করেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির দক্ষিণ জেলা কমিটি গঠনের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নবনিযুক্ত এক জেলা কমিটির সদস্যকে অভিনন্দন জানানোর জেরেই এই হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন বলে দাবি করে ২ জুলাই বাইখোড়া থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ দায়েরের কয়েকদিন পরেও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে তিনি দাবি করেন।

রবিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে মুহুরীপুর এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বাইখোড়া থানায় গিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিষ্ণু চন্দ্র দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অভিযোগকারীর দাবি, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের বিষয়ে ওসি অনীহা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি থানার এক উপ-পরিদর্শক (এসআই)-এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে যে, তিনি থানায় আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে সৌরভ নন্দী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে বাইখোড়া থানার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার তদন্তে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর এলাকাবাসীর।

সোনামুড়ায় ডিওয়াইএফআই কনভেনশন, শিক্ষা-কর্মসংস্থান ও নেশার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ জুলাই: সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রবিবার কর্মচারী সমন্বয় সমিতির হলঘরে ডিওয়াইএফআই -এর এক বিভাগীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। 'প্রজন্ম বাঁচাও, দেশ বাঁচাওডিওয়াইএফআই-এর সদস্য হোন' এবং 'শিক্ষা ও কাজের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোল'এই আহ্বানকে সামনে রেখেই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়।

কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর সর্বভারতীয় নেতা সপ্তর্ষি দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য সোনামনি টুডু, ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সোনামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহাসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সপ্তর্ষি দেব অভিযোগ করেন, বিজেপি দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি করছে এবং ধর্ম, জাতি ও জনজাতির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, যুব সমাজকে নেশার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা নিজেদের অধিকার ও বিভিন্ন জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে না পারে।

তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে যুব সমাজকে ডিওয়াইএফআই-এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আবেদন জানান। কনভেনশনে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক ডিওয়াইএফআই কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি, আন্দোলনের রূপরেখা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বনমহোৎসব, চারা রোপণে অংশ নিলেন মেয়র দীপক মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার বনমহোৎসব পালন করা হয়। এ উপলক্ষে ক্লাব প্রাঙ্গণে চারা গাছ রোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামনগর স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সফরে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব নবজাতক, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ জুলাই:রাজ্যে নবজাতক, শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর, জনমুখী ও মানসম্মত করে তুলতে গত ৪ জুলাই, ২০২৬ মহাকরণে এক রাজ্যস্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব একাধিক নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব করেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে।

নতুন উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্যতম হল সমগ্র শিশু বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় জন্ম থেকে ৩ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর পুষ্টি, পরিচর্যা, শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। শিশুর বয়সভিত্তিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হবে, যাতে শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করা যায়।

প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে ইউ-উইন পোর্টালের সঙ্গে অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মা ও শিশু পরিষেবা নিতে এলে তাদের প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করা হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল ইউ-উইন পোর্টালে নথিভুক্ত করা হবে। এর ফলে পূর্ববর্তী পরীক্ষার তথ্য সহজেই দেখা যাবে এবং সেই অনুযায়ী নিয়মিত ফলো-আপ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সুরক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসনের আওতায় সুমন রোডম্যাপ বাস্তবায়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি এবং নবজাতকের জন্য নিরাপদ ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা। গর্ভাবস্থা থেকে প্রসব এবং প্রসব-পরবর্তী সময় পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাসে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শিশুদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে আরবিএসকে ২.০ বাস্তবায়নের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এটি জাতীয় শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচির আধুনিকায়িত সংস্করণ, যার মাধ্যমে জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে। জন্মগত ত্রুটি, বিভিন্ন রোগ, পুষ্টিজনিত ঘাটতি এবং বিকাশজনিত সমস্যার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য, আচরণগত সমস্যা এবং অসংক্রামক রোগের ঝুঁকিও নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হবে। এর ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেস ক্লাবে বীর বল্লভ সাহা মেধাবৃত্তি প্রদান, সম্মানিত ২৩ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই: নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো ১৮তম বীর বল্লভ সাহা মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মোট ২৩ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা ও মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশজন এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১৩ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে স্মারক (মেমেন্টো) ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত, বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্তোষ সাহা, নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas